ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-158 ■ 17 March, 2025 ■ আগরতলা ১৭ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ৩ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশের কাজে নিয়োজিত হওয়াই লক্ষ্য ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.)।। আরএসএস-এর চেয়ে বড় "স্বয়ংসেবী সঙ্ঘ" পৃথিবীতে আর নেই। এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে, আমি আরএসএসের মতো একটি সম্মানিত সংগঠনের কাছ থেকে জীবনের সারমর্ম এবং মূল্যবোধ শিখেছি। আমি একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন পেয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন প্রখ্যাত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষক এবং পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যান। রবিবার বিকেলে মুক্তি পায় তিন ঘণ্টার সেই পডকাস্ট। এই পডকাস্ট-এ লেক্স ফ্রিডম্যানের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ছোটবেলায় আরএসএসের শাখায় যোগ দিতে সবসময়ই ভালো লাগত। আমার সবসময় একটাই লক্ষ্য ছিল, দেশের কাজে নিয়োজিত হওয়া। "সঙ্ঘ" (আরএসএস) আমাকে এটাই শিখিয়েছে। এই বছর আরএসএস ১০০ বছর পূর্ণ করছে। আরএসএসের চেয়ে বড় "স্বয়ংসেবী সঙ্ঘ" পৃথিবীতে আর নেই। আরএসএস-কে বোঝা সহজ কাজ নয়, এর কার্যকারিতা বুঝতে হবে। আরএসএস শেখায় দেশই সবকিছু এবং সমাজসেবাই ঈশ্বরের সেবা।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমাদের বৈদিক সাধক এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষা দিয়েছেন, সঙ্ঘও সেই শিক্ষা দেয়। আরএসএস-এর কিছু সদস্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব আনার জন্য "বিদ্যা ভারতী" নামে একটি সংগঠন চালু করেছিলেন। তারা সারা দেশে ৭০০০০ স্কুল পরিচালনা করে, ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী একই সময়ে স্কুলে পড়াশোনা করে।'

রাজ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় শ্রীহীনতা দৃশ্যমান ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। রাজ্যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে শ্রীহীনতা দৃশ্যমান। বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষক নেই। হাসপাতালগুলিতে কর্মীস্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়। রবিবার বিপ্লবী ভগৎ সিং এর ৯৫ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই মোহনপুর বিভাগের উদ্যোগে বামুটিয়া কালি বাজারে সিপিএম কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটবুরোর সদস্য মানিক সরকার।

উদ্বোধনী ভাষণে মানিক সরকার রক্তদানের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "এটি একটি মহতী উদ্যোগ, যা মানবতার সেবা করে।"

এছাড়া, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার খারাপ অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। সরকারের প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, "স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে শ্রীহীনতা দৃশ্যমান। সরকারের উচিত এই ক্ষেত্রে আরো নজরদারি প্রদান করা।" তিনি আরো বলেন, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে আর উন্নত করার জন্য রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল। যাতে তাদের বহিরাজ্যে যেতে না হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীরা নার্সিং এবং ডাক্তারের পড়াশোনা করে বেকার বসে আছেন। তাদের জন্য কর্মসংস্থান নেই। অন্যদিকে হাসপাতাল গুলিতে কর্মী স্বল্পতা রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও একই দশা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নেই শিক্ষক। ফলে শিক্ষা স্বাস্থ্য দুটি ক্ষেত্রেই রাজ্যে চরম অবনতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিনের রক্তদান শিবিরে বহু যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। শিবিরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

শিক্ষকের বেধড়ক মারে গুরুতর আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ মার্চ।। শিক্ষকের বেধড়ক মারে অসুস্থ হলো এক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমা বিশ্বকর্মা পাড়া এসবি স্কুলে।

আজ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র লক্ষী চান চাকমা বিশ্বকর্মা পাড়া এসবি স্কুলে যাওয়ার পর ওই স্কুলের শিক্ষক জয়মনি চাকমা লক্ষ্মীচানের উপর চড়াও হয়। লক্ষ্মীচান চাকমাকে বেধড়ক মারধর। পরবর্তী সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র লক্ষ্মী চান চাকমা বাড়িতে অসুস্থ হয়ে গেলে বাড়ির লোকজন তার থেকে জানতে পারেন ওই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক জয়মনি চাকমা আজ লক্ষ্মীচান কে বেধড়ক মেরেছে ,যার ফলে লক্ষ্মীচান অসুস্থ হয়ে পড়ে ।সাথে সাথে তার পরিবারের পক্ষ থেকে তার পিতা অমিত কুমার চাকমা প্রথমে গন্ডাচড়া মহকুমা হাসপাতালে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস তাচ্ছিল্য করলেও বড়োভূমিতে আজ শান্তি ও উন্নয়ন ঃ অমিত শাহ

কোকরাঝাড় (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) ।। 'একদা বড়োল্যান্ড শান্তি চুক্তি নিয়ে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করত কংগ্রেস। অথচ এই শান্তি চুক্তির বলে বড়োল্যান্ড আজ পুরোপুরি শান্ত, কেবল উন্নয়ন আর উন্নয়ন। আজ এখানকার মানুষ শক্তিশালী।' অসমের কোকরাঝাড়ে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আজ রবিবার কোকরাঝাড় জেলা সদর সংলগ্ন দোতমায় অনুষ্ঠিত 'অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' (এবিএসইউ)-এর ৫৭-তম ত্রিদিবসীয় বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনের হাজারো জনতার সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রদত্ত ভাষণে তিনি ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি 'বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিয়ন' (বিটিআর) শান্তি চুক্তির রূপান্তরমূলক প্রভাবের ওপর জোর দিয়ে বলেন, স্বাক্ষরিত বিটিআর ত্রিপাক্ষিক চুক্তিটি এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি এনে দিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

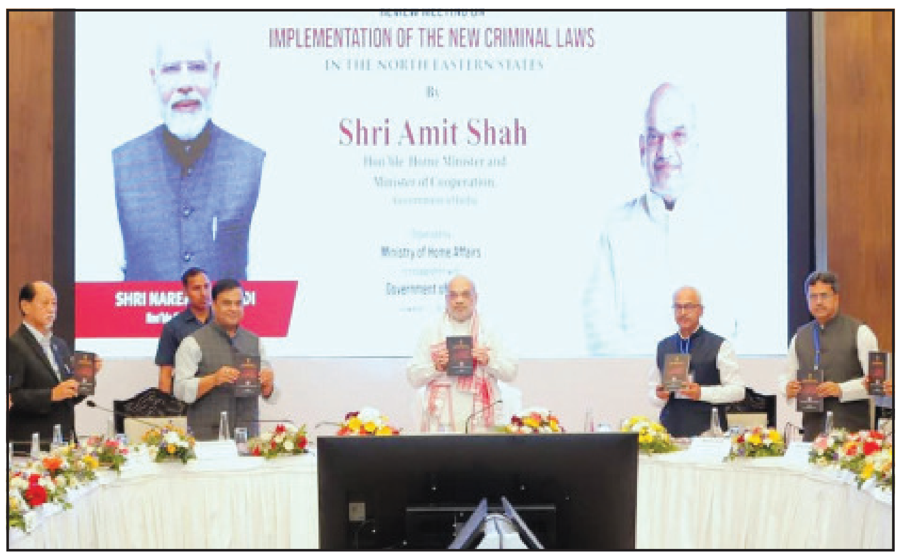

রবিবার আসামে অমিত শাহ উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

চুক্তি স্বাক্ষরের সময় একে ঘিরে সংশয়বাদের কথা স্মরণ করে অমিত শাহ বলেন, 'যখন বিটিআর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তখন কংগ্রেস দল সহ বিরোধী বহু সমালোচক একে অকার্যকর বলে উড়িয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। তবে আজ অসম এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ই চুক্তির ৮২ শতাংশ বিধান ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করেছে।'

বড়োল্যান্ডের জনতাকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'আগামী দু-বছরের মধ্যে ভারত সরকার চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে, বড়োল্যান্ডে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার।'

বড়োল্যান্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুন লাগিয়ে বধূকে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। নাবালিকা গৃহবধূকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা চেষ্টায় স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল নাবালিকা মেয়ের বাবা। ঘটনার প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হতে গেলেও এখনো অসুস্থ অবস্থায় বাপের বাড়িতে রয়েছে নাবালিকা গৃহবধূ, এমনই অভিযোগ। বাল্যবিবাহই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ালো ওই নাবালিকা মেয়েটির জীবনে।

জানা গেছে, গত আড়াই বছর আগে আগরতলা পূর্ব থানার অন্তর্গত প্রতাপগড় নিউ জুয়েল ক্লাব সংলগ্ন এলাকার এক নাবালিকা মেয়ে হুয়াই কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত দাওছড়া এলাকার নন্দদুলাল দেবনাথ এর ছেলে বিকাশ দেবনাথের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে।

বিয়ের কিছুদিন ভালো কাটলেও তারপর থেকে ওই নাবালিকা গৃহবধুর উপর তার স্বামী বিকাশ দেবনাথ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। এর মধ্যে তাদের ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান জন্মবার পর অর্থাৎ গত বছর ওই নাবালিকা গৃহবধুর সাথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে সরকার কাজ করছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ মার্চ।। আজ উদয়পুর মহকুমার আঠারভোলা এডিসি এলাকায় একটি গ্রামীন মার্কেট স্টলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রবিবার সকালে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, একটা সময় ছিল যখন কৃষকরা কৃষি সামগ্রীর অভাবে কৃষি কাজ করতে পারত না। তবে বর্তমান সরকার কৃষকদের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করছে, যাতে তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। পাশাপাশি, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমান উন্নত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

পঞ্চাশোর্ধ মহিলার রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ মার্চ।। ৫০ উর্ধ এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শাখাইবাড়ি এলাকায়। ধর্মনগর মহকুমার শাখাইবাড়ির এক নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সায়াদ আলীর স্ত্রী নাজিরুল বিবিকে ঘরের পেছনদিকে থাকা কাঁঠাল গাছের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায় বলে জানান মৃত মহিলার কন্যা। তিনি জানান, উনার ছেলে প্রথম বিষয়টির প্রত্যক্ষ করে চিৎকার করে। তখন সাথে সাথে মৃত মহিলার স্বামী, ছেলে এবং মেয়ে ছুটে যায় সেখানে। সেখান থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে নাজিরুল বিবিকে। সন্দেহ করা হচ্ছে মহিলা কাঁঠাল গাছে ফাঁসি দিয়ে আত্মঘাতী হন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ মার্চ।। কৈলাসহর পুরপরিষদের অধিনে পশ্চিম গোবিন্দপুর ১১ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। উত্তর জেলার ধর্মনগর হুরুয়া এলাকার বাসিন্দা পরিমল নম। উনার স্ত্রী সন্তানদেরকে নিয়ে ওই এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। উনার তিনটি সন্তান বর্তমান। অভিযোগ প্রায় সময় কারণে-অকারণে ওদের সংসারে লেগে থাকতো অশান্তি। বিগত আট মাস পূর্বে উনার নিজ বাড়ি থেকে স্ত্রী সন্তানদেরকে নিয়ে আসেন উক্ত ভাড়াবাড়িতে। অভিযোগ গতকাল সন্ধ্যাবেলা উনার স্ত্রী ওই এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইংরেজি বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক নেই

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। রাজ্যের ইংরেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে কোন ইংরেজি শিক্ষক নেই। পূর্বে বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছিল মদনমোহন রোয়াজা স্কুল। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে শুধু সাইনবোর্ড পরিবর্তন করা হলেও, কোন পরিকাঠামোগত উন্নতি করা হয়নি। মদনমোহন রোয়াজা স্কুলসহ মনু ব্লকের অন্যান্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বারবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানানো হলেও, কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মনু ব্লকের বিদ্যালয়ে পরিদর্শক লগড়াই কলই এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে জানান, "শুধুমাত্র মদনমোহন রোয়াজা স্কুল নয়, মনু ব্লকের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিও অব্যাহত সংকটের মধ্যে পড়ে আছে।"

মনু ব্লকের হুকতুইসা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে মোট ত্রিশটি বিদ্যালয় রয়েছে, এর মধ্যে নয়টি এসবিপি স্কুল এবং একুশটি জেবি স্কুল রয়েছে। ত্রিশটি বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৫৮ জন, অর্থাৎ প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য গড়ে দেড়জন শিক্ষক। মণিভদ্রপাড়া এসবিপি স্কুল এবং মাধব চ মাস্টারপাড়া এসবিপি স্কুলে রয়েছে মাত্র একজন শিক্ষক, যার ফলে এক শিক্ষককে একাধিক শ্রেণি পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

এছাড়াও, হুকতুইসা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে থাকা ইংরেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কোন ইংরেজি শিক্ষক নেই। এর ফলে বিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা ইংরেজি শিক্ষার অভাবে বিপাকে পড়ছে। এই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী সহ আটক ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ মার্চ।। নেশার লোভে এক শ্রেণীর জনজাতি উঠতি বয়সের যুবক চরম উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। শনিবার এবং রবিবার দুটো পৃথক অনভিপ্রেত ঘটনায় পুলিশ ছয় উপজাতি যুবককে আটক করে। শনিবার স্থানীয় দাউছড়া বাজারে চোর সন্দেহে দাউছড়া বাজারের ব্যবসায়ীরা শঙ্কর দেববর্মা নামের এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৭ মার্চ,২০২৫ ইং
৩ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আর যুদ্ধ নয়

ভারত বরাবরই শান্তি প্রত্যাশী। ভারত সরকার সবসময়ই বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে শান্তির পথে পরিচালিত হইতে পরামর্শ দিয়া থাকে। ভারত বিশ্বাস করে শান্তি একমাত্র স্থায়ী সম্পদ। বন্ধু রাষ্ট্রগুলির প্রতি সেই বার্তায় দিয়াছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
৩০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে যাইতে রাজি রহিয়াছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আমেরিকার হস্তক্ষেপে শর্তসাপেক্ষে এই চুক্তি করিতে সম্মত হইয়াছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। কিন্তু এখনও দুদেশের মধ্যে তীব্র লড়াই চলিতেছে। ফলে যুদ্ধবিরতি কতটা কার্যকর হইবে তাহা নিয়া যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে লেক্স ফ্রিডমানের পডকাস্টে ফের রাশিয়া-ইউক্রেনকে শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জেলেনস্কি-পুতিনকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়া মনে করাইয়া দিলেন, রণক্ষেত্রে কখনও সমস্যার সমাধান মিলে না। আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় সম্প্রচারিত হয় লেক্স ফ্রিডমানের পডকাস্টটি। সেখানে দেশের ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়া কথা বলেন মোদি। উঠিয়া আসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি সব সময় মনে করি, যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। রাশিয়া-ইউক্রেন দুই দেশের সঙ্গেই আমার খুব ভালো সম্পর্ক। যখন পুতিনের সঙ্গে আমার দেখা
হইয়ায়ছিল আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম এখন যুদ্ধের সময় নয়। অন্যদিকে, জেলেনস্কিকে পরামর্শ দিয়াছিলাম যে পৃথিবীতে যত মানুষই তোমার পাশে থাকুক না কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ স্থায়ী সমাধান নয়। ইউক্রেন তাহাদের মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে অসংখ্যবার আলোচনা করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে না। আলোচনায় উভয় পক্ষকেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।" পডকাস্টে দুই রাষ্ট্রনেতাকেই ভাই বলিয়া ডাকেন মোদি।২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একাধিক পুতিন আর জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়াছেন মোদি। সব সময়ই কূটনৈতিক আলোচনা ও বৈঠকের মাধ্যমে শান্তির বার্তা দিয়াছেন। গত বছর যুদ্ধরত দু'দেশেই সফর করেন মোদি। যুদ্ধের করুণ ছবি নিজে চোখে ঘুরিয়া দেখেন। পুতিন-জেলেনস্কি দু'জনের সঙ্গে দেখা করিয়াই ফের একই পরামর্শ দেন। সেই সময় জেলেনস্কি জানাইয়াছিলেন, মোদিই তাঁহার কাছে 'শান্তির দূত'। অন্যদিকে, 'বন্ধু' মোদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন পুতিনও।ক্রেমলিন জানাইয়াছে, যুদ্ধ থামাইতে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়া আলোচনা করিতেছে রাশিয়া-আমেরিকা। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমুল লড়াই চলিতেছে রাশিয়ার কার্স অঞ্চলে। একে অপরকে একচুল জমিও ছাড়িতে নারাজ কিয়েভ আর মস্কো। এই পরিস্থিতিতে কার্সে ইউক্রেনীয় সেনাকে আত্মসমর্পণের কথা বলিলেন পুতিন। আর তাহাতেই জেলেনস্কির অভিযোগ, এভাবেই যুদ্ধবিরতির চুক্তি প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

আইপিএল শুরুর আগে স্বস্তি রাজস্থান শিবিরে, চোট সারিয়ে শিবিরে যোগ দিলেন কোচ দ্রাবিড়

আইপিএল শুরুর ১০ দিন আগে স্বস্তি ফিরল রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে। বেঙ্গালুরুতে একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলার সময় বাঁ পায়ে চোট পেয়েছিলেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। চোট সারিয়ে বুধবার তিনি যোগ দিয়েছেন দলের প্রাক মরসুম প্রস্তুতি শিবিরে। আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। রাজস্থানের প্রথম ম্যাচ ২৩ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে।দ্রাবিড়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ। কোচের একটি ছবি দিয়েছেন তাঁরা। তাতে দেখা যাচ্ছে, হাসি মুখে চেয়ারে বসে রয়েছেন দ্রাবিড়। যদিও তাঁর বাঁ পায়ে এখনও বিশেষ ধরনের প্লাস্টার করা রয়েছে। চোট সম্পূর্ণ না সারলেও দ্রাবিড় এখন অনেকটাই ফিট। সঞ্জু স্যামসনদের অনুশীলন করাতে সমস্যা হবে না তাঁর। রাজস্থান রয়্যালস সমাজমাধ্যমে লিখেছে, "আমাদের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় বেঙ্গালুরুতে ক্রিকেট খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন। তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বুধবার জয়পুরে দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিয়েছেন।" কিছু দিন আগে বিজয়া ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় ডিভিশন লিগের সেমিফাইনালে খেলতে নেমেছিলেন। সেই ম্যাচে ৫২ বছরের দ্রাবিড়ের অন্যতম সতীর্থ ছিলেন তাঁর ১৬ বছরের ছেলে অন্বয়। সেই ম্যাচে ৮ বলে ১০ রান করেছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ।

পর পর দু'বছর আইসিসি ট্রফি, তবু খিদে মিটছে না হার্দিকের, জানালেন আরও ক'টি ট্রফি চান

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এ বছর জিতল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। পর পর দু'বছর দু'টি ট্রফি জিতলেও তৃপ্ত নন হার্দিক পাণ্ড্য। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে হেরে যায় ভারত। সেই ম্যাচে ৪৩ বলে ৭৬ রান করেছিলেন হার্দিক। তবুও ম্যাচ হারতে হয়েছিল। সেই দুঃখ যদিও এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভুলে গিয়েছেন। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মিডল অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন হার্দিক। বল হাতেও তিনি ছিলেন দলের দ্বিতীয় পেসার। হার্দিক বলেন, "২০১৭ সালে কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি সত্যিই খুশি যে, এ বার বলতে পারব আমি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছি। শুনতে ভাল লাগছে।"আরও ট্রফি জিততে চাইছেন হার্দিক। তিনি বলেন, "আমি সব সময় ট্রফি জিততে চাই। যত চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারব, তত ভাল। ২০২৪ সালে ট্রফি জেতার পর বলেছিলাম, এটা শেষ নয়। আরও ৫-৬টা ট্রফি প্রয়োজন। খুব খুশি যে একটা যোগ হল সেই তালিকায়।" পর পর দু'বছর দু'টি ট্রফি জিতে খিদে আরও বেড়ে গিয়েছে হার্দিকের। তিনি বলেন, "আমার জীবনের এবং ক্রিকেট জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দলকে জেতানো। আমি শুধু দলের জয় নিশ্চিত করতে চাই।"চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর পরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন হার্দিক। তিনি বলেন, "চ্যাম্পইন্স ট্রফি জয় হয়ে গিয়েছে। এ বার লক্ষ্য দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়। সেখানে ট্রফি তুলতে চাই।"

পাক ক্রিকেটে বিতর্ক থামছে না!

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ব্যর্থতার পর পাকিস্তানের নতুন ব্যাটিং কোচ করা হয়েছে মহম্মদ ইউসুফকে। প্রাক্তন ক্রিকেটারের উপর ভরসা রেখেছে মহসিন নকভিরা। অথচ দায়িত্ব নিয়ে প্রথম বিদেশ সফরে যাবেন না বলে জানিয়েছিলেন ইউসুফ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরলেন তিনি। এ বার তিনি জানিয়েছেন যে নিউ জিল্যান্ডে দলের সঙ্গে যাবেন।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আগে জানিয়েছিল, কন্যার অসুস্থতার কারণে নিউ জিল্যান্ডে যাবেন না ইউসুফ। সেই ঘোষণার পর বিতর্কও হয়েছিল। ইউসুফের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন পাকিস্তানের কয়েক জন প্রাক্তন ক্রিকেটার। যদিও ২৪ ঘণ্টাতেই সিদ্ধান্ত বদলে গিয়েছে।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইউসুফ দলের সঙ্গে যাবেন। তিনি বলেন, "ইউসুফ বোর্ডকে জানিয়েছে যে ওর মেয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ। তাই নিউ জিল্যান্ড যেতে ওর কোনও সমস্যা নেই।"
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হয়েও সকলের আগে বাদ পড়েছে পাকিস্তান। একটি ম্যাচও জিততে পারেনি তারা। নিউ জিল্যান্ড ও ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশ ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। তার পরেই ইউসুফকে নতুন ব্যাটিং কোচ করেছে নকভির বোর্ড।

বাংলাদেশের প্রথম পতাকা তৈরি ও উড়ানোর কাহিনী

রাকিব হাসনাত

বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উড়েছিল দেশটি স্বাধীন হওয়ার আগেই ১৯৭১ সালের দোসরা মার্চ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে সে পতাকা উড়িয়েছিলেন তৎকালীন ছাত্র নেতারা। পতাকা উত্তোলনের পেছনে মূল ভূমিকা রাখেন তখনকার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা।
পতাকা ওড়ানোর ঘটনা- একাত্তরের দোসরা মার্চে ছাত্রদের পক্ষে পতাকাটি উত্তোলন করেছিলেন তৎকালীন ডাকসুর ভিপি আ স ম আব্দুর রব। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, পতাকা উত্তোলনের ঘটনা মুক্তিকামী ছাত্র-জনতাকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করেছিল। মিস্টার রব জানিয়েছেন, সেদিন সমাবেশ ছিল বটতলায়, কিন্তু বটতলায় পতাকা ওড়ালে সবাই দেখবে না বলে তারা কলাভবনের দক্ষিণ-পশ্চিমের গাড়ী বারান্দার ছাদ থেকে সেটি উত্তোলন করেছিলেন।
পতাকা ওড়াতে আসম আব্দুর রব ছাড়াও ডাকসুর তৎকালীন জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ কলাভবনের দোতলায় উঠেন। সেখান থেকে রেলিং টপকে তারা গাড়ি বারান্দার ছাদে অবস্থান নিয়েছিলেন।
এর মধ্যে বেলা এগারটার দিকে ছাত্রলীগের তখনকার ঢাকা নগর শাখার সভাপতি শেখ জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কুড়ি-পঁচিশ জনের একটি দল একটি ফ্লাগমাস্টের মাথায় পতাকাটি বেঁধে "জয় বাংলা" স্লোগান দিতে দিতে জহুরুল হক হল থেকে বটতলার জনসমুদ্রের দিকে আসতে থাকে।
তখন গগনবিদারী স্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ পুরো এলাকা কাঁপছিল বলে এবং অসংখ্য মানুষের মধ্য দিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে পতাকাসহ ছাত্ররা কলাভবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। সেখান থেকেই পতাকাটি হাতে নিয়ে অপরাপর ছাত্রনেতাদের সাথে নিয়ে স্বাধীণ বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক পতাকা ওড়ান আ স ম আব্দুর রব।
সেই অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে মিস্টার রব বলেছেন, "পতাকা উত্তোলন স্বায়ত্তশাসন বা দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। তখন শুধু একটি পথই খোলা ছিল স্বাধীনতা।"
"মানুষের মনে এ ধারনার জন্ম দেয় যে পতাকা হচ্ছে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সত্তা। বাঙালির স্বপ্ন পূরণের বয়ান হচ্ছে এই পতাকা।"
পতাকাটি কারা বানিয়েছিল- মুক্তিযুদ্ধের গবেষক এম এ হাসান বলছেন পতাকাটি তৈরি হয়েছিলো আগেই, যার পেছনে ছিল তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা। এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরবর্তীতে হয়েছিল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বা বুয়েট। মি. হাসান বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্ররা দোসরা মার্চে হল থেকে পতাকাটি এনে উত্তোলন করেছিলো। অধ্যাপক এ কে এম শাহনেওয়াজ বলছেন একটা নিউক্লিয়াস আগেই গঠিত হয়েছিলো সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, শিবনারায়ণ সহ একদল ছাত্রকে নিয়ে। তারাই পতাকা তৈরি ও উত্তোলনের কাজটি করেছিলেন। আর ওই পতাকা স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রস্তাব করেছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ আর স্কেচ করেছিলেন হাসানুল হক ইনু। আ স ম আব্দুর রব বলছেন নিউক্লিয়াসের সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরি করা হয়েছিলো ১৯৭০ সালের ছয়ই জুন সন্ধ্যায় তখনকার ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর রুমে। সেই রাতেই পতাকা তৈরির বিষয়টি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবহিত করে তার সম্মতি আদায় করেন আব্দুর রাজ্জাক। তখনকার ছাত্রনেতা মনিরুল ইসলাম, শাহজাহান সিরাজ ও আ স ম আব্দুর রবকে ডেকে নিউক্লিয়াসের সিদ্ধান্ত মতো পতাকা তৈরির কথা জানান কাজী আরেফ আহমেদ। মিস্টার রব বলছেন কাজী আরেফ আহমেদ, শিব নারায়ণ দাস সহ ২২ জন পতাকা তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০ সালের ছয়ই জুন পতাকাটি তৈরির পরদিন সাতই জুন পল্টন ময়দানে তখনকার ছাত্রনেতাদের গঠিত জয়বাংলা বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে সেটি তুলে দেন। মিস্টার রহমান পতাকাটি গ্রহণ করে তার সাথে থাকা তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের হাতে দিলে তিনি নগর ছাত্রলীগের নেতা শেখ জাহিদের হোসেনের হাতে তুলে দেন। মিস্টার হোসেন পরে সেটিই একাত্তরের দোসরা মার্চে হল থেকে কলাভবনের সামনে নিয়ে আসেন উত্তোলনের জন্য। এর পরদিন তেসরা মার্চে স্বাধীনতা ইশতেহার পাঠেরও সময় ছাত্র নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলাদেশের এই পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।
অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দিয়ে কামরুল হাসানে ডিজাইনে করা লাল সবুজের পতাকাটিই বাংলাদেশের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়।
পতাকা আগেই তৈরি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি'র আহবায়ক ড. এম এ হাসান বলছেন, দোসরা মার্চের পতাকা উত্তোলনের পর সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উড়তে শুরু করে। এমনকি তেইশে মার্চে পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পুরো পূর্ব পাকিস্তানে ক্যান্টনমেন্ট গভর্নর হাউজ ছাড়া সব জায়গায় বাংলাদেশের পতাকাই উড়ানো হয়েছিলো। "পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো। এটি দেখেই সবাই বার্তা পায় যে অচিরেই স্বাধীন দেশ পাবো আমরা" বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।
"মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ হাজার বছরের উত্তরাধিকার" বইয়ের লেখক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ কে এম শাহনেওয়াজ বলছেন, পতাকা উত্তোলনের উদ্যোগটা ছিলো ছাত্রদের। তারা আগে থেকে এটি তৈরি করেছে, যা পরে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেয়া হয়েছিল।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে উত্তাল দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয় একাত্তরের মার্চ মাসকেই এবং এ মাসের শুরুতেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠের পর সাতই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ মূলত একটি অনিবার্য যুদ্ধের দিকেই নিয়ে যাচ্ছিলো জাতিকে। শেষ পর্যন্ত সেই যুদ্ধ শুরু হলো একাত্তরের পঁচিশে মার্চে পাকিস্তানী বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নাম দিয়ে ঢাকায় নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরুর মধ্য দিয়েই। ফলশ্রুতিতে ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতার লড়াই।
পতাকা উত্তোলনের সাথে জড়িত তখনকার ছাত্র নেতারা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষকরা বলছেন সত্তর সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তানী নেতাদের টালবাহানা শুরুর পর তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে যে তুমুল ক্ষোভ বিক্ষোভ তৈরি হয়েছিলো সেটিকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছিলো কলাভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের ঘটনা।

জলবায়ু সঙ্কটে আমরাও বিপন্ন হয়ে পড়ব

শোভনলাল চক্রবর্তী

জলবায়ু সঙ্কট যে প্রতি বছর গভীরতর হচ্ছে, তার সাম্প্রতিক ইঙ্গিত মিলেছিল গত বছর শুষ্ক আবহাওয়ার আরব উপদ্বীপ অঞ্চলে অতিবৃষ্টির ঘটনায়। এ বার রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও)-র সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেল, ২০২৩ সালে জলবায়ু, আবহাওয়া এবং জল-সংক্রান্ত বিপর্যয় গোটা বিশ্বে এশিয়ার চেয়ে বেশি আর কোনও অঞ্চলে ঘটেনি। তাপপ্রবাহ থেকে বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংখ্যার বিচারে এবং তীব্রতার নিরিখে এ-যাবৎ বৃদ্ধি পেয়েছে গোটা বিশ্বেই। তবে সমস্যাটি সাম্প্রতিক কালে এশিয়ায় অনেক বেশি তীব্র, যে-হেতু গ্রিনহাউস গ্যাসের জেরে বিশ্ব গড়ের তুলনায় আরও দ্রুত তপ্ত হয়ে উঠছে এই অঞ্চলটি। এই সময়ে চিন, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পড়ে প্রখর তাপপ্রবাহের। করলে, যা প্রভাবিত করে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে। "স্টেট অব দ্য ক্লাইমেট ইন এশিয়া" নামক ডব্লিউএমও-র ওই রিপোর্টের পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ৭৯টি জল-সংক্রান্ত বিপর্যয় ঘটে, যার সিংহভাগই ছিল বন্যা এবং ঝড়ের ঘটনা। - এতে নব্বই লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হন, মৃত্যু হয় দু'হাজারের বেশি। উষ্ণতা বাষ্পীভবন বৃদ্ধি করে, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ে, যা অতিবৃষ্টিরূপে নেমে আসে বহু স্থানে। অন্য এদিকে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছয় গত বছর। উষ্ণ সমুদ্র থেকে নিঃসৃত তাপ শক্তি বৃদ্ধি করে ক্রান্তীয় ঝড়ঝঞ্ঝার। বিশ্ব জুড়ে হিমবাহ গলে সমুদ্রে মিশে যত বাড়াচ্ছে সমুদ্রের জলস্তর, তত বৃদ্ধি পাচ্ছে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির প্লাবনের আশঙ্কা।
এই তথ্য ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্বেগের। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সাবধানবাণী আজ ঘোর বাস্তব- শুধু উপকূল বা পাহাড় নয়, সমতলের মানুষও আজ প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় বিপন্ন। অথচ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সুস্থায়ী উন্নয়ন তথা সবুজ অর্থনীতির কথা এলেও সাম্প্রতিক কালের তাপপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি এবং বন্যার সমস্যাগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা হল না। নজিরবিহীন তাপপ্রবাহ, হিমবাহের গলন কিংবা ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক জলস্তরের মতো পরিবেশ পরিবর্তনের নব্য সমস্যাগুলির কথা শোনা গেল না। কবে নেতারা বুঝবেন যে, এই উদীয়মান সমস্যাগুলির উপরে আশু নজর দেওয়া যেমন জরুরি, তেমনই এই সূত্রে বর্তমান নীতি এবং অভিযোজন কৌশলগুলিকেও ঢেলে সাজানো। প্রয়োজন। এই সূত্রে স্থানীয় প্রশাসন এবং সম্প্রদায়গুলিকে প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং - নীতি নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলায়। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরেই এই জলবায়ু পরিবর্তনের কু-প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে। তাই ধনী দেশগুলির থেকে আর্থিক সহায়তা অত্যাবশ্যক। এশিয়ারও নিজস্ব জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত চাহিদা রয়েছে, এবং এর সদস্য, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির চাহিদা অন্যদের থেকে আলাদা। ফলে, জলবায়ু পরিবর্তন রোখার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে এদের সবাইকে এক গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক রিপোর্টে স্পষ্ট যে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে এ-যাবৎ যা কিছু প্রচেষ্টা, তার ফল সন্তোষজনক নয়। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ২০২৩ সালের গ্রীষ্ম ছিল গত দু'হাজার বছরের উষ্ণতম, সম্প্রতি তা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। প্রাচীন গাছের গুঁড়ির অভ্যন্তরের বৃত্তগুলির সাক্ষ্য থেকে অতীতের সঙ্গে এই তুলনা সম্ভব হয়েছে। তদুপরি, আধুনিক যন্ত্র দিয়ে গত ১৭৪ বছর ধরে মাপা হচ্ছে তাপমাত্রা। ২০১৬ এবং ২০২০, এ-তাবৎ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মিলেছে যে দু'টি বছরের গ্রীষ্মকালে, তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ২০২৩। তাপের এই তীব্রতা আরও ঊর্ধ্বমুখী হবে, তা প্রায় নিশ্চিত। এমন পরিস্থিতি ঘটতে পারে, সে বিষয়ে বহু আগে থেকেই সতর্ক করছিলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো যায়নি। তার সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রা বেড়েছে, যার জন্য গত বছর তীব্র তাপপ্রবাহ এবং দীর্ঘ খরার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তিতে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের থেকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস অধিকের মধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়নকে ধরে রাখার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল, কারণ সেই সীমা পেরিয়ে গেলে মানব অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। এক দশক পূর্ণ হওয়ার আগেই সেই সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে, গত বছর বিশ্বের তাপ ছিল ১৮৫০-১৯০০ সালের গড় তাপমাত্রার থেকে ২.০৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। হিমবাহের গলন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, অরণ্যের দ্রুত হ্রাস- এই সবই বড়সড় বিপর্যয়ের দিনের দিকে ইঙ্গিত দেয়। পাশাপাশি তীব্র হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার লড়াই। বিশেষত তীব্র তাপপ্রবাহের পাশাপাশি জলের আকাল মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। পরিবেশ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-সহ বহুবিধ জীবিকা বিপন্ন। অতএব দলীয় নির্বাচনকে ছাপিয়ে উঠছে আরও বড় এক নির্বাচন পরিবেশ রক্ষার দ্বারা প্রাণী-জগৎ রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করবে ভারত, না কি জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত বিপর্যয় অনিবার্য জেনে নিশ্চেষ্ট থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একটি রায়ে বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা ভারতবাসীর মৌলিক অধিকার- জীবনের অধিকার এবং সাম্যের অধিকার, এই দুই নিরিখেই তা মানতে হবে। অধিকার রক্ষা যে-হেতু সরকারের কাজ, তাই এ বিষয়ে কী উদ্যোগ করা হচ্ছে, সে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী প্রচারে জলবায়ু বা পরিবেশের কথা শোনা যায়নি, তবে ইস্তাহারে প্রায় সব দলই সে প্রসঙ্গ এনেছে। বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কম করার লক্ষ্যের কথা বলেছে প্রধান দলগুলি। বিজেপি এবং কংগ্রেস, দু'টি দলই ২০৭০ সালকে শূন্য কার্বন নিঃসরণের (নেট-জিরো) লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেছে। বিজেপি ২০৪৭ সালকে "শক্তি স্বাধীনতা"-র বছর বলে ঘোষণা করেছে। বিপুল পরিমাণে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়তে চায় বিজেপি। তাতে যেমন দূষণকারী শক্তির ব্যবহার কমবে, বিদেশ থেকে তেলের উপর নির্ভরতাও কমবে। কংগ্রেস তৈরি করতে চায় এক বিশেষ তহবিল, যা দূষণহীন শক্তির দ্বারা চালিত শিল্প, কৃষি প্রভৃতির পরিকাঠামো তৈরি করবে, এবং "সবুজ অর্থনীতি"- তে ব্যাপক নিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে। অন্য দলগুলিও নানা গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছে। দূষণকারী থেকে দূষণহীন শক্তির দিকে যাত্রা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। উন্নত দেশগুলি তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে বাস্তবিক ভারতের মতো দেশকে টাকা জোগাবে কি না, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। একটা কথা স্পষ্ট- দারিদ্র ও অসাম্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। অনুন্নত অর্থনীতিতে জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রভাব আরও তীব্র। তাপপ্রবাহ কৃষক ও শ্রমিক, উভয়েরই রোজগার কমাচ্ছে, খাদ্যসঙ্কট ডেকে আনছে। সুযোগের দরজা বন্ধ হচ্ছে। যে সামান্য ফাঁকটুকু রয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করতে চাই সুপরিকল্পিত নীতি রেকর্ড ভাঙা সব সময় আনন্দের নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তা সবিশেষ উদ্বেগের কারণ। পরিবেশের বিষয়টি ঠিক তেমনই। গত বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির গড় ছিল শিল্পবিপ্লব- পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় ১.৪৫ ডিগ্রি বেশি। রেকর্ড অবশ্যই। যেখানে ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে প্রায় দু'শোটি দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল আগামী দিনে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে শিল্পবিপ্লব পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি বেশিতে বেঁধে রাখতে, সেখানে এত দ্রুত সেই সীমারেখা ছুঁয়ে ফেলা বিজ্ঞানীদেরও স্তম্ভিত করেছে। কিন্তু এই রেকর্ডও যে বেশি দিন টিকবে না, সে আশঙ্কাও শুনিয়েছিলেন বিজ্ঞানীদের একাংশ। নতুন বছরের শুরুতেই বিজ্ঞানপত্রিকা নেচার-এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, ২০২৪ সালটিই হয়তো উষ্ণতম হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। সে আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত। সম্প্রতি আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ১৮৮০ সাল থেকে তাপমাত্রার খতিয়ান রাখা শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত উষ্ণতম বছরটি ২০২৪-ই। তার চেয়েও বেশি উদ্বেগের রাষ্ট্রপুঞ্জের আবহাওয়া সংস্থা ডব্লিউএমও-র রিপোর্ট, যেখানে বলা হয়েছে ২০২৪ সালে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ, প্যারিস চুক্তির অঙ্গীকার ধুয়েমুছে সাফ। এতেও কি রেহাই মিলবে? কিছু মাস পূর্বে বিজ্ঞানীদের একাংশের মুখে শোনা যাচ্ছিল যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি কোনও কোনও মাসে ১.৫ ডিগ্রির গণ্ডি অতিক্রম করছে মানেই যে তা চিরস্থায়ী হবে, সেই সিদ্ধান্তে এখনই পৌঁছনো ঠিক হবে না। বরং ২০২৩ সালের রেকর্ড পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধির পর তাঁদের ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো পরের বছরে সেই ঊর্ধ্বগতিতে খানিক লাগাম পড়বে। বছরের প্রথম দিকে এল-নিনোর প্রভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটলেও পরবর্তী কালে লা-নিনার সৌজন্যে তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি নেমে আসবে। কিন্তু সেই আশা বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাং, আগামী দিনগুলির লড়াই আরও কঠিন হতে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি- মানবস্বাস্থ্যের বিপর্যয়, বৈষম্য বৃদ্ধি, খাদ্যসঙ্কট, তা ক্রমশ ঘনীভূত হবে। যতই ডব্লিউএমও-র তরফে এই সীমারেখা পেরোনোকে স্বল্পস্থায়ী এবং "এর অর্থ এই নয় যে, আমরা প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়েছি" বলে আশ্বাস দেওয়া হোক, তাতে কত দূর আশ্বস্ত হওয়া যায় প্রশ্ন উঠছেই। আশ্বস্ত না হওয়ার অন্যতম কারণ- তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে যে প্রস্তাবগুলি করা হয়েছিল, তা যে যথেষ্ট নয়, তা প্রমাণিত। জীবাশ্ম জ্বালানির পথ থেকে সরে আসার বিষয়ে অধিকাংশ দেশ ঐকমত্যে পৌঁছলেও যে বিভিন্ন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তত দিনে নীল গ্রহটি পরিবেশ বিপর্যয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে যাবে। তা ছাড়া উন্নয়নশীল, দরিদ্র দেশগুলি এখনও আর্থিকভাবে পরিবেশবান্ধব সুস্থায়ী উন্নয়নের পথে হাঁটার জন্য প্রস্তুত নয়। তাদের প্রস্তুত করার যে দায়িত্ব উন্নত দেশগুলির উপর দেওয়া হয়েছিল, তারা সযত্নে সেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার কাজটি করে চলেছে। আন্তজাতিক সম্মেলনগুলি ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য আলোচনা চক্রে পরিণত হচ্ছে এবং উষ্ণায়ন তত্ত্বে ঘোর অবিশ্বাসীরা রাষ্ট্রনেতার পদে বিপুলভাবে নির্বাচিত হচ্ছেন। বিপদের প্রহর গোনা ছাড়া বিকল্প পথ আর অবশিষ্ট আছে কি?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার বিজেপি ডাক্তার সেলের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে মিজোরামের আইজল-এ আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের জমি মিজোরাম সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ২০২৫:কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে আজ মিজোরামের আইজল-এ আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের জমি মিজোরাম সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং জমির মানচিত্রের আনুষ্ঠানিক বিনিময় হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালডুহোমা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, গোয়েন্দা ব্যুরোর অধিকর্তা এবং আসাম রাইফেলসের মহা নির্দেশক সহ অন্যান্ন বিশিষ্ট অভ্যগতরা উপস্থিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এই অনুষ্ঠানকে মিজোরামের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে আখ্যা দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভৌগোলিক কারণেই সুলভ জমির ঘাটতির দরুন এবং আইজল সহ মিজোরামের সামগ্রিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেবার আর্জিতে আসাম রাইফেলস এর ব্যাটালিয়ন কার্যালয়কে শহরের বাইরে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে প্রায় ৩৫ বছর ধরে মানুষ দাবি করে আসছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে আইজল-এ জমির তীব্র ঘাটতি এর আধুনিকীকরণ এবং জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধির সুযোগকে প্রতিহত করে আসছিল। শ্রী শাহ আজ এই বহু দশকের পুরনো দাবি পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে কৃতিত্ব দেন।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং মিজোরামের জনগণের প্রতি মোদী সরকারের দায়িত্ব এবং রাজ্যের অগ্রগতির প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত মিজোরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে জমির ব্যাপারে একটি বড় এলাকার সংস্থান করবে, যা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেবে।

শ্রী শাহ আরও উল্লেখ করেন যে, ১৮৯০ সালে আইজল-এ প্রথম সেনা শিবির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদিনের ঘটনাটি ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার বিগত ১০ বছর ধরে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে শক্তিশালী ও সংহত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, মোদী সরকার এই অঞ্চলে পর্যটন থেকে শুরু করে প্রযুক্তি, ক্রীড়া থেকে শুরু করে মহাকাশ এবং কৃষি থেকে শুরু করে ইদ্যোগী তৈরী করার সহায়তা দেওয়া পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী সমস্ত প্রধানমন্ত্রী সকলে মিলে ২১ বার উত্তর-পূর্ব সফর করেছেন, যেখানে ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একাই ৭৮ বার এই অঞ্চল সফর করেছেন। উপরন্তু, তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০১৪ সালের আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মন্ত্রীরা সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এই অঞ্চলে মাত্র ৭১ বার সফর করেছেন, যেখানে গত দশকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এই অঞ্চল সফর করেছেন ৭০০ বারের বেশি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের অগ্রগতির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই অঞ্চলে অভূতপূর্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মিজোরামে ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হওয়া জাতীয় মহাসড়ক ৫০২-এ-র প্যাকেজ-১ এবং প্যাকেজ-৩ সহ বেশ কয়েকটি বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। উপরন্তু, আইজল ও কোলাসিব জেলায় ১,৭৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় মহাসড়ক ৬-এ একটি চার লেনের রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে, এবং আইজল-তুইপাং জাতীয় মহাসড়ক ৫৪-এর ডাবল লেনের কাজ ১৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে চলছে। এছাড়াও, মিজোরামের বিভিন্ন অংশে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁশ সংযোগ সড়ক গড়ে তোলা হয়েছে। শ্রী শাহ আরো উল্লেখ করেন যে, ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি হেলিপ্যাড নির্মাণ এবং ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে বৈরবি-সাইরাং রেল প্রকল্পের সমাপ্তির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ১৬৪ শয্যাবিশিষ্ট সুপার স্পেশালিটি গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে এবং ১,৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে তুইরিয়াল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল সংযোগ বাড়ানোর জন্য রাজ্য জুড়ে ২১৪ টি মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, ভারত সরকার একটি উন্নত, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং সুন্দর মিজোরাম নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ।

দিল্লির একটি রাস্তার নামকরণ হবে 'বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম'-এর নামে, অসমে ঘোষণা অমিত শাহের

কোকরাঝাড় (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির একটি রাস্তার নামকরণ হবে 'বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম'-এর নামে। আজ অসমের কোকরাঝাড়ে এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আজ রবিবার কোকরাঝাড় জেলা সদর সংলগ্ন দোতমায় বড়োফা ময়দানে অনুষ্ঠিত 'অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' (এবিএসইউ বা এবসু)-এর ৫৭-তম ত্রিদিবসীয় বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনের হাজারো জনতার সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আজকের ভাষণে একসময়ের সন্ত্রাস জর্জরিত বড়োল্যান্ডের বহু কথা শুনিয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের তুলোধোনা করেছেন তিনি। বোড়োল্যান্ডে কংগ্রেস কোনও দিনই শান্তি ফেরানোর চেষ্টাই করেনি, অভিযোগ তুলে এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বদৌলতে কেবল শান্তি এবং উন্নয়নের ঘনঘটা চলছে বলে মন্তব্য করে এর জন্য তিনি এবসু-কে কৃতিত্ব দিয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেছেন অমিত শাহ।

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেন, দিল্লির একটি প্রধান রাস্তার নামকরণ করা হবে 'বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম'-র নামে।

উপেন্দ্রনাথ 'বড়ো আন্দোলন'-এর একজন প্রথমসারির সৈনিক তথা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, বলেন তিনি। এছাড়া তিনি আরও ঘোষণা করেছেন, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-এর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হবে।

বড়োল্যান্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যাঁদের আত্মত্যাগ অবদান রেখেছিল, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'আজ, আমি বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের জন্মস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

প্রদত্ত বক্তৃতা এবসু কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শাহ বলেন, 'আমাকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রথমে আমি 'অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন'-কে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐতিহ্যবাহী বড়োদের আধ্যাত্মিক পরম্পরা 'বাথৌ' ধর্মকে রক্ষাকল্পে জাতীয় পর্যায়ে এর স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

এবসু-র ৫৭-তম ত্রিদিবসীয় বার্ষিক সম্মেলনের আজ শেষ দিনের অধিবেশনে হাজারো জনতার পাশাপাশি মঞ্চে ছিলেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী উর্খাউ গৌরা ব্রহ্ম, রঞ্জিতকুমার দাস, অতুল বরা, বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো, সাংসদগণ এবং বিটিসির পারিষদবর্গ।অধিবেশনে বড়ো জনগোষ্ঠীর পরম্পরা সংগীত-নৃত্য বাগুড়ুম্বা পরিবেশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

হাবরা স্টেশন চত্বরে রেস্তোরাঁয় আগুন, তীব্র আতঙ্ক এলাকায়

হাবরা, ১৬ মার্চ (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার হাবরায় স্টেশন লাগোয়া রেস্তোরাঁয় আগুন! রবিবার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় রেস্তোরাঁয় আগুন লাগে। রেস্তোরাঁর দোতলার ঘরে প্রথম আগুন লাগে। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান। আগুন লাগার পর গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

কিছুটা স্বস্তি, পশলা বৃষ্টি বাঁকুড়ার একাংশে

বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ (হি.স.): রবিবার সকাল থেকেই গরমে হাঁসফাঁস করছে দক্ষিণবঙ্গবাসী। গরমে অতিষ্ঠ বাঁকুড়ার বাসিন্দারাও। কিন্তু ছুটির দিনে কিছুটা মিললো স্বস্তি। এ দিন বিকেলে শিলাবৃষ্টি হয় বাঁকুড়ার জয়পুরে। বাঁকুড়া শহরেও দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় এদিন। দু-এক পশলা বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে জেলার কিছু অংশে।

আগুন জ্বলছে আউশগ্রামের জঙ্গল, বন্যপ্রাণ নিয়ে উদ্বেগ

আউশগ্রাম, ১৬ মার্চ (হি.স.): পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের গড়কেল্লার আদুরিয়া জঙ্গলের কয়েক একর এলাকা আগুনের গ্রাসে। ময়ূর, বুনো খরগোশ, শিয়ালের মতো বন্যপ্রাণের আবাসস্থল এই বনভূমিতে আগুন ধরে যায়। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে আকুলিয়া গ্রামের আশপাশের জঙ্গল, কালিকাপুর, হেদগড়ার অরণ্য।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জঙ্গল তিন-চার দিন ধরে জ্বলছে। আকুলিয়া, কালিকাপুর, হেদগড়া ও তার সংলগ্ন এলাকার জঙ্গল আগুনে দগ্ধ হয়েছে। দহনে জঙ্গলে থাকা প্রাণী ও পাখিদের মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় উদ্বিগ্ন এলাকাবাসীরা। তাঁরা চাইছেন জঙ্গল বাঁচাতে অবিলম্বে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সদর্থক পদক্ষেপ নিক বনদফতর।

গঙ্গাজলঘাঁটিতে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ (হি.স.): রবিবার গঙ্গাজলঘাটি থানার শালবেদিয়ার কাছে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই জোড়া মৃত্যু কী কারণে হলো তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। গঙ্গাজলঘাটি থানা সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ভোর রাতে পুলিশের টহলদারি গাড়ি দেশুড়িয়া থেকে ফুলবেড়িয়া যাওয়ার রাস্তায় শালবেদিয়ার কাছে দুই যুবকের দেহ দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে অমরকানন হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা যায় তাদের বাড়ি শালতোড়া থানার কাঁটাবাইদ গ্রামে। তাদের নাম বাপ্পা মাজি (২৭) ও রাহুল মন্ডল (৩০)। এদিন ভিলেজ পুলিশ গিয়ে মৃতদের বাড়িতে খবর দিলে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে এসে মৃতদেহ শনাক্ত করে। পরে পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

জানা গেছে, মৃতদেহ দুটি রাস্তার পাশে রাখা ইটের স্তূপের পাশে পড়ে ছিল। তাদের বাইকটিও পাশেই পড়েছিল। পুলিশের অনুমান রাতে বাইক নিয়ে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইটের গাদায় ধাক্কা মারে। তাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

মৃত বাপ্পা মাজির কাকা স্বপন মাজি জানান, তার ভাইপো জেসিবি গাড়ি চালাত। রাজ্যের বাইরে থাকতো। অন্যদিকে রাহুল শালতোড়ার মনিপুরে একটি জল ট্যাঙ্কে কাজ করত। স্বপনবাবু বলেন বাড়িতে নারায়ণ গান হচ্ছে এই উপলক্ষে বাপ্পা বাড়ি এসেছিল। শনিবার বিকেলে দুই বন্ধুতে বাইক নিয়ে বেরিয়ে বেলিয়াতোড় থানার ফুলবেড়িয়ায় গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি না ফেরায় ভেবেছিলাম আত্মীয়ের বাড়িতে আছে। রবিবার সকালে এই খবর পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ছয় ছক্কা মেরে নতুন রেকর্ড থিসারার

কলম্বো, ১৬ মার্চ(হি.স.): নতুন নজির গড়লেন শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরা। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে দু"বার ছয় ছক্কা মারার রেকর্ডের মালিক এখন এই শ্রীলঙ্কান তারকা। শনিবার রাতে এশিয়ান লিজেন্ডস লিগের এলিমিনেটরে আফগানিস্তান পাঠানস দলের স্পিনার আয়ান খানের ওভারে ৬টি ছক্কা মারেন থিসারা। ম্যাচের শেষ ওভারে এই ঘটনাটি ঘটান শ্রীলঙ্কা লায়ন্সের এই অধিনায়ক। এর আগে ২০২১ সালে লিস্ট-এ ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা আর্মি স্পোর্টস ক্লাবের জার্সিতেও থিসারা একই ভাবে ব্যাট হাতে ছটি ছক্কা মেরেছিলেন এক ওভারে।

লাহুল-স্পিতিতে তুষারপাতের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত, বাড়ল ঠান্ডা

শিমলা, ১৬ মার্চ (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিতি জেলায় রবিবার নতুন করে তুষারপাতের ফলে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটেছে, যার ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তুষারপাতের পর এই অঞ্চলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরিষেবা পুনরুদ্ধারের জন্য নিরন্তর কাজ করছে।

ভোর থেকেই লাহুল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, অটল টানেলের কাছে মানালির দিক থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে যান্ত্রিক ত্রুটি পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে। হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড-এর কর্মীরা ত্রুটি সংশোধনের জন্য কাজ করছে, তবে সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনও পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা হয়নি।

ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা, অভিযুক্ত ষাটোর্ধ তিন ব্যক্তি

আউশগ্রাম, ১৬ মার্চ (হি.স.): এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তিন ষাটোর্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে।

অভিযোগ, বারবার ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ অভিযুক্ত তিনজনকে আটক করেছে। জানা গেছে, নাবালিকার পরিবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৬ হাজার কোটির লিগ আনছে সৌদি আরব

রিয়াদ, ১৬ মার্চ (হি.স.): ৬ হাজার কোটি টাকার লিগ আনছে সৌদি আরব। এই লিগ চালু হলে বিশ্ব ক্রিকেটে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে সৌদি আরব। এই লিগের ধারণাটি এসেছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার ও প্লেয়ার ম্যানেজার নিল ম্যাক্সওয়েলের কাছ থেকে।আজ অস্ট্রেলিয়ার এক সংবাদমাধ্যম তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই লিগটি টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যামের মতো হবে এবং এতে আটটি দল চারটি ভিন্ন ভেন্যুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

ছেলেদের এবং মেয়েদের উভয় বিভাগেই টুর্নামেন্টটি হবে। ফাইনাল হবে সৌদিতে। এতে ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্রীড়া বিনিয়োগকারী সংস্থা এসআরজে স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) ও সৌদি ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে।

ময়নাগুড়িতে বধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ (হি.স.): বাড়িতে স্বামী নেই, সেই সুযোগে টিনের গেট ভেঙে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে এক যুবক। আর তার প্রতিবাদ করতে গিয়েই এক মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। মহিলার চিৎকারে বাড়ির অন্যান্য সদস্য এবং এলাকাবাসী ছুটে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ময়নাগুড়ির ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। রবিবার ময়নাগুড়ি থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বধূ। বধূ জানান, তাঁর স্বামী একজন শ্রমিক। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি কাজে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রতিবেশী এক যুবক টিনের গেট ভেঙে তাঁদের বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করে। তিনি প্রতিবাদ করছিলেন। অভিযোগ, ওই যুবক প্রথমে বধূর সঙ্গে অভব্য আচরণ করে এবং তাঁর শ্লীলতাহানি করে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বালিগঞ্জে নতুন ওয়াগন পরীক্ষাকেন্দ্র চালু পূর্ব রেলের

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.): বালিগঞ্জে নতুন ওয়াগন পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এর অন্যতম কারণ হল - নিরাপত্তায় জোর। বালিগঞ্জে আট নম্বর লাইনে এই কাজ হয়ে থাকবে। চলতি মাসের ১৩ তারিখ থেকে শুরু সেই কাজ। এই কাজের জন্য নতুন মালবাহী কামরা তৈরি করেছে - হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও ভারতীয় ইলেকট্রিক স্টিল কোম্পানি। উল্লেখ্য, এই দুই সংস্থা রেলের রোলিং স্টক ও যন্ত্রপাতি ও ওয়াগান তথা কামরা, যাত্রী বাহী রেলওয়ে কোচ এবং রেলের অন্যান্য সামগ্রী কাস্টিং প্রভৃতি নির্মাণ করে।

প্রীতি ক্রিকেটে কলকাতা প্রেস ক্লাব ১০ রানে জয়ী

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.) : প্রীতি ক্রিকেটে দুই বল বাকি থাকতেই ১০ রানে জিতল কলকাতা প্রেস ক্লাব একাদশ। কলকাতা পুলিশ কমিশনার একাদশ পরাজিত হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সে পুলিশ ব্যারাকের মাঠে রবিবার পরস্পর মুখোমুখি হয়। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় প্রথম ব্যাট করতে নামে প্রেস ক্লাব একাদশ। তাদের সংগ্রহ নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান। এর জবাবে কলকাতা পুলিশ কমিশনার একাদশ ১৪.৪ ওভারে ১১৮ রান তোলে এবং দলের সকলেই আউট হয়ে যায়। মাত্র দুই বল বাকি থাকতেই অনায়াসেই জয় আসে কলকাতা প্রেস ক্লাবের। খেলার শেষে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন।

সেবা ভারতীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ (হি.স.): সেবা ভারতীর উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ব্যাপক সাড়া। এদিন নব্বই জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।বঙ্গবিদ্যালয় হলঘরে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদাতাদের উৎসাহিত ও অভিনন্দন জানাতে এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার।উদ্যোক্তারা জানান, মূমূর্ষু রোগীদের রক্তের যোগান দিতে বিগত কয়েক বৎসর ধরেই সেবা ভারতী রক্তদান শিবির আয়োজন করে চলেছে। এদিন নব্বই জন রক্তদাতাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতরে ইফতার

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : রমজান মাস উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতরে রবিবার ইফতার আয়োজিত হলো। বিধান ভবনে আয়োজিত দাওয়াত-এ-ইফতার এ যোগদান করেন কংগ্রেস নেতা গোলাম আহমেদ মীর, অম্বা প্রসাদ। ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা-কর্মীরাও।

বিচারপতি বাগচীর শপথ সোমবার, কার্যকালের মেয়াদ হবে ৬ বছর

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী সোমবার, ১৭ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। উপস্থিত থাকবেন শীর্ষ আদালতের অন্য বিচারপতিরাও।

গত ৬ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বিচারপতি বাগচীর নাম শীর্ষ আদালতের জন্য সুপারিশ করে। গত সোমবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আইন মন্ত্রক জানায়, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন বিচারপতি বাগচীকে। শীর্ষ আদালতে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ হবে ৬ বছরের। হিসাব অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও হতে পারেন তিনি।

ভারতে এলেন ক্রিস্টোফার লুক্সন, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): ভারত সফরে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন। রবিবার দুপুরে তিনি দিল্লিতে এসে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস বাঘেল। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আসা উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলে থাকছেন মন্ত্রী, উদ্যোগপতি, সংবাদকর্মী।

আগামীকাল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রয়েছে বৈঠক। ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে হবে আলোচনা। আগামীকাল রাইসিনা ডায়লগের দশম সংস্করণে বক্তব্য রাখবেন ক্রিস্টোফার লুক্সন। ১৬-২০ মার্চ ভারতে কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

বেহালার স্কুলে তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ

বেহালা, ১৬ মার্চ (হি.স.): বেহালার একটি স্কুলে তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ। স্কুলের কেয়ারটেকার রবিবার স্কুলে ঢুকে দেখেন লন্ডভন্ড হয়ে আছে প্রধান শিক্ষিকা ও অ্যাকাউন্টসের ঘর। স্কুল কর্তৃপক্ষর তরফে জানা গেছে, লোহার গেট কেটে চুরি করা হয়ে থাকতে পারে।

স্কুল সূত্রে জানা গেছে, দোল উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ছুটি ছিল। এদিন সকালে কেয়ারটেকার বিদ্যালয়ে এসে দেখেন স্কুলের গেটের তালা ভাঙা। খবর দেন প্রধান শিক্ষিকাকে। তিনি এসে দেখেন, অ্যাকাউন্টস ও প্রধান শিক্ষিকার ঘরের কোলাপসিবল গেটের তালা ভাঙা। সাতটি আলমারি লন্ডভন্ড করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান শিক্ষিকার ঘরে থাকা একটি আলমারির লকার ভেঙে প্রায় ১০ হাজার চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

ভাঙড়, ১৬ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে চাষের জমি থেকে কৃষকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার গভীর রাত ১টা নাগাদ ভাঙড় ২ নং ব্লকের পোলেরহাট থানার পাইকান এলাকায় লঙ্কার খেত থেকে দেহটি উদ্ধার হয়। মৃতের নাম বাবলু মোল্লা। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। ওই প্রতিবেশীরাই বাবলু মোল্লাকে খুন করেছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

সম্প্রতি ব্রহ্মকুন্ড থেকে আনা গঙ্গার জল আজ আইএসএস উদ্যোগে জনগনের মধ্যে বিলি করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চুল পরিচর্যায় শ্যাম্পু নয় ব্যবহার করতে পারেন রিঠা

মাথার ত্বকের ধরন এবং সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শ্যাম্পু বাজারে এনেছে বিভিন্ন সংস্থা। কোনওটি চুল পড়ার জন্য, কোনওটি খুশকির জন্য, আবার কোনওটি চুলের জেল্লা ফিরিয়ে আনার জন্য। তবে আগেকার দিনে মা- ঠাকুরমাদের কাছে তো এত বিকল্প ছিল না। মাথা ধোয়ার জন্য তাঁরা ভরসা করতেন রিঠার উপর। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচ না করে নিষ্প্রাণ চুলকে প্রাণবন্ত করতে সেই পুরনো পন্থায় ফিরে যাওয়াই ভাল। নামীদামি শ্যাম্পুর বদলে কেন ব্যবহার করবেন রিঠা? ১) মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখতে: শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গের মতো মাথার ত্বকও যথেষ্ট স্পর্শকাতর। তাই ক্ষারযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে দিক থেকে রিঠা নিরাপদ। ২) রাসায়নিক নেই: শুধু ক্ষার নয়, শ্যাম্পুতে অতিরিক্ত ফেনা হওয়ার জন্য, খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে নানা রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। রিঠাতে তেমন কোনও রাসায়নিক নেই। ৩) প্রাকৃতিক রং: রিঠার নিজস্ব একটি রং রয়েছে। যা পাকা চুল ঢাকতেও সাহায্য করে। তবে শুধু রিঠা ব্যবহার না করে মেহেন্দির সঙ্গে গুঁড়ো হিসেবে ব্যবহার করলে তার রং বোঝা যায়। চুলে কী ভাবে ব্যবহার করবেন রিঠা? রিঠা সাধারণত শ্যাম্পু হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। বড় একটি পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে এক মুঠো রিঠা দিয়ে দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ওই মিশ্রণ ঠান্ডা হলে হাত দিয়ে চটকে নিতে হবে। তার পর পরিষ্কার একটি কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে রিঠার অবশিষ্ট অংশ ফেলে দিন। তার পর ওই মিশ্রণ দিয়ে শ্যাম্পুর মতো করেই মাথা ধুয়ে ফেলুন।

মুঠো মুঠো ব্যথা কমানোর ওষুধ খেলে হতে পারে "ড্রেস সিন্ড্রোম"

ঠান্ডা পড়তে না পড়তেই হাঁটু, কোমরের ব্যথা বাড়ছে। কমবয়সি মেয়েদের ঋতুস্রাবের কষ্টও বাড়ে এই সময়ে। ঠান্ডায় জল খেতে গেলে দাঁতেও অস্বস্তি শুরু হয়। কষ্ট নিরাময়ে ওষুধের দোকান থেকে চেনা ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়ে থাকেন অনেকেই। কিন্তু এই অভ্যাস যে মোটেও ভাল নয়, সে বিষয়ে বার বার সতর্ক করা হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই মাত্রায় সচেতনতা আসেনি। তাই এ বার ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশনের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যন্ত্রণা ঠেকিয়ে রাখতে ব্যথা কমানোর ওষুধই একমাত্র পরিত্রাতা। সামান্য ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতে দু'দিন অন্তর চিকিতকের কাছে ছুটে যেতে চান না কেউই। কিন্তু এই সব ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহারে মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে শরীরে। বিকল হতে পারে হৃদ্যন্ত্রও। প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ড্রেস সিন্ড্রোমে। যা আসলে এক ধরনের অ্যালার্জি। ব্যথা কমানোর ওষুধে মেফেনমিক অ্যাসিড-সহ বেশ কিছু উপাদান থাকে, যা ততণাতব্যথা কমাতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু সেই সমস্ত ওষুধ খাওয়ার ৮ থেকে ১০ সপ্তাহ পর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে।

ড্রেস সিন্ড্রোম কী? "ড্রাগ র্যাশ উইথ ইয়োসিনোফিলিয়া অ্যান্ড সিস্টেমিক সিম্পটম" বা সংক্ষেপে "ড্রেস", আসলে অ্যালার্জি জনিত একটি সমস্যা। এই ধরনের ব্যথা কমানোর ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশলে নানা ধরনের পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ত্বকের উপর লালচে ফুসকুড়ি বা র্যাশ দেখা দেয়। শরীরের অভ্যন্তরেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রভাব পড়তে পারে। বিকল হয়ে যেতে পারে হার্টও। তা হলে ব্যথা কমানোর ওষুধ কি একেবারেই খাওয়া যাবে না? চিকিতকেরা বলছেন, মেফেনমিক অ্যাসিড রয়েছে এমন ব্যথা কমানোর ওষুধ আসলে যথেচ্ছ মাত্রায় ব্যবহার করার জন্য নয়। যন্ত্রণার তীব্রতা, রোগীর বয়স এবং উপসর্গ দেখে তবেই ব্যথার ওষুধের ডোজ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজে নিজে তা ঠিক করে ফেলা সম্ভব নয়। কমবয়সি মেয়েদের ঋতুস্রাবজনিত কষ্ট কিংবা বয়স্কদের বাতের ব্যথা নিরাময়ে এই ধরনের ওষুধ খাওয়ার চল রয়েছে। এই প্রবণতা কারও কারও ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। সেই কারণেই সরকারি তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

একটানা বসে কোমরে ব্যথা হলে আরাম পাবেন সহজেই

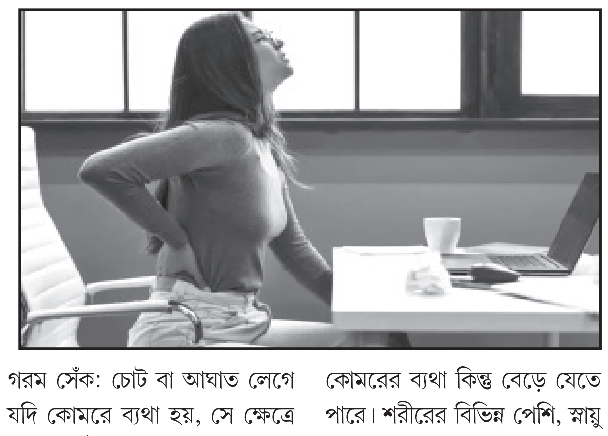

একটানা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থেকে কোমরে ব্যথা হচ্ছে। আবার অনেকেরই শরীর মুড়ে, পা বুকের কাছে রেখে ঘুমোনোর অভ্যাস। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁরাও অনেক সময় কোমরে ব্যথা অনুভব করেন। চিকিৎসকেরা বলছেন, বয়সজনিত কারণ ছাড়াও এমন নানা কারণে কোমরে ব্যথা হতে পারে। তবে ব্যথার ওষুধ বা ইঞ্জেকশন ছাড়াও জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনলে এই ধরনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে।

তবে এই কোমরের ব্যথা যদি দু'তিন দিনের মধ্যে না কমে, সে ক্ষেত্রে তা অন্য কোনও রোগের লক্ষণ হলেও হতে পারে।

১) নিয়মিত শরীরচর্চা: কোমরের যন্ত্রণা শুরু হলে সেই সময় নড়াচড়া করাই মুশকিল হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, একটু কষ্ট করে যদি সাধারণ কয়েকটি যোগাসন, স্ট্রেচ করা যায়, আরাম মিলবে। ব্যথা কমলে সাঁতার বা এরোবিক্সও করা যেতে পারে। তবে এক দিনেই ফল মিলবে এমনটা আশা করা যায় না। নিয়মিত করলে উপকার পাওয়া যাবে। ২) ঠান্ডা, গরম সেঁক: চোট বা আঘাত লেগে যদি কোমরে ব্যথা হয়, সে ক্ষেত্রে বরফের ঠান্ডা সেঁক দিয়ে থাকেন অনেকে। যা রক্ত জমাট বাঁধা, প্রদাহের মতো সমস্যায় আরাম দেয়। অন্য দিকে গরম সেঁক রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। ৩) মন ভাল রাখা: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথার সঙ্গে মানসিক চাপ বা অবসাদের যোগ রয়েছে। তাই সবার আগে মনের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কোমরে ব্যথা নিয়ে আসা ১০ জনের মধ্যে ৩ জনের কোমরে ব্যথার কারণ হল অবসাদ। ৪) পর্যাপ্ত ঘুম: ঘুমের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপ জড়িয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘুম কম হলে কোমরের ব্যথা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে। শরীরের বিভিন্ন পেশি, স্নায়ু সারা দিন কাজ করার পর এই সময়েই শিথিল হয়ে পড়ে। পরের দিনের জন্য রসদ সংগ্রহ করে ঘুমের মধ্যেই। তাই সুস্থ থাকতে গেলে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনো জরুরি।

৫) দেহের ভঙ্গি বদল: সারা দিন হাড়ভাঙা খাটনির পর বিছানায় পিঠ দেওয়া মাত্রই কী ভাবে শুয়ে আছেন, সে খেয়াল থাকে না অনেকের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শোয়ার ভুলেও অনেক সময়ে কোমরের উপর চাপ পড়ে। তাই সঠিক ভাবে শোয়ার অভ্যাস করতে হবে। একই ভাবে টেবিল-চেয়ারে বসার সময়েও মেরুদণ্ড সোজা করে বসার চেষ্টা করতে হবে।

কাচার সময়ে খেয়াল রাখলে বছর বছর নতুনের মতো থাকবে জিন্স

আলমারিতে শাড়ি, সালোয়ারের পাশাপাশি অন্তত খান পাঁচেক জিন্সথাকেই। অনেকে জিন্স পরেই সবচেয়ে স্বস্তিতে থাকেন। অফিস, শপিং মল, প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া তো আছেই, এমনকি পারলে বিয়েবাড়িতেও জিন্স পরে চলে যান অনেকে। মহিলা, পুরুষ উভয়ের কাছেই জিনসের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। এত পছন্দের পোশাকের যত্নও নিতে হবে আলাদা করে। সঠিক যত্ন নিলে একটি জিন্স দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা যায়। জিন্সের যত্ন নেওয়া সহজ নয়। কিছু উপায় মাথায় রাখলে বছরের পর বছর নতুনের মতো থাকবে জিন্স। ১) অনেক সময়ে কাচার ভুলে জিন্সের রং ফিকে হতে থাকে। তাই কাচার সময়ে জিন্স উল্টে নিন। সরাসরি সাবানের সংস্পর্শে এসে জিন্সের রং নষ্ট হয়ে যায়। উল্টে কাচলে সেটা আর হবে না। রোদেও শুকোতে দিন উল্টো করে।

২) জিন্স ভাল রাখতে কখনওই ওয়াশিং মেশিনে কাচবেন না। অনেকের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায়। ওয়াশিং মেশিনে কাচলে জিন্সের কাপড়ের সুতো নষ্ট হয়। তার চেয়ে ডিটারজেন্ট দিয়ে হাতেই জিন্স কেচে নিন। ৩) অনেক সময়ে জিন্সে দাগ লাগলে তা সহজে উঠতে চায় না। সে ক্ষেত্রে অনেকেই ব্রাশ দিয়ে জিন্সের দাগ লাগা অংশে ঘষেন। এতে জিন্স পাতলা হতে শুরু করে। তার চেয়ে দাগ তুলতে লেবুর রস আর বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। দাগ উঠে যাবে। ৪) জিন্সের ভাঁজ, কাপড় সব ভাল রাখতে কাচার পরেই তা ইস্ত্রি করে নিন। ইস্ত্রি না করে জিন্স পরলে ভাঁজ ভেঙে যেতে পারে। জিন্স দীর্ঘ দিন ভাল রাখতে ইস্ত্রি করে রাখা জরুরি। ৫) একই জিন্স বেশি দিন পরবেন না। দু'দিন পরা হলেই কেচে নিন। অনেকে ১৫-২০ দিন অন্তর জিন্স কাচেন। সেটা করবেন না। জিন্স পরলে পরের দিনই কেচে দিন।

কাজের তাগিদেও রাত জাগতে হয়

রাত জেগে পড়াশোনা করেন অনেকেই। আবার গোটা সিরিজ এক নিশ্বাসে দেখতে না পারলেও অস্বস্তি হয়। সিরিজ দেখতে দেখতে কখন যে রাত কাবার হয়ে যায়, বোঝা যায় না। কিন্তু অনেক সময় নিজেকে বিনোদন দেওয়া ছাড়া কাজের তাগিদেও রাত জাগতে হয়। কিন্তু সারা দিনের পরিশ্রমে রাত জাগা অসম্ভব হয়ে ওঠে অনেক সময়।

কোনওমতে চোখ খুলে রাখতে হয়। তবে এতটা কষ্ট না করেও কিন্তু চোখ খুলে রাখা যায়। অনেকে রাত জেগে থাকতে বার বার কফি কাপে চুমুক দেন। তবে কফি ছাড়াও নিজেকে জাগিয়ে রাখতে ভরসা হতে পারে অন্য কয়েকটি বিকল্প।- গ্রিন টি- কফির দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে গ্রিন টি। গ্রিন টি শরীরে স্ফূর্তি আনতে পারে। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর গ্রিন টি-তে ক্যাফিনের মাত্রা কফির তুলনায় কম। ঘুম ভাঙাতে বেশ উপকারী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, বিপাকহার বৃদ্ধি করতেও এই চা নিয়ম করে খেতে পারেন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার- ওজন কমানোর জন্য অনেকেই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার নিয়মিত খান। ওজন কমানোর পাশাপাশি ঘুম তাড়াতেও তা অত্যন্ত কার্যকর। এক গ্লাস জলে এক টেবিল চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার, এক চামচ মধু এবং তুলসী পাতা যোগ করে পান করলে ঘুম উধাও হবে নিমেষের মধ্যেই। ডোর্ক চকোলেট প্রতি দিন ডার্ক চকোলেট খেলে স্নায়ু তো শান্ত থাকেই, সঙ্গে হজম প্রক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতাও বাড়ে। এ ছাড়াও ডার্ক চকোলেটে কম পরিমাণে ক্যাফিন থাকে। ঘুম পেলে শরীর চাঙ্গা রাখতে এক টুকরো ডার্ক চকোলেটে কামড় দিতেই পারেন। এতে থাকে থিওব্রোমাইন যা শক্তির মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ত্বকের সমস্যা কেশরের গুণেই সমাধান হতে পারে

বয়স ৩০-এর কোঠায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই ত্বকে কালচে ছোপ পড়ছে। চোখ এবং ঠোঁটের চারপাশেও হালকা বলিরেখা পড়েছে। ছোটবেলায় মুখময় যে ব্রণ হত, তার দাগ রয়ে গিয়েছে এখনও। এত ধরনের সমস্যার জন্য ইন্টারনেট ঘেঁটে নানা রকম প্রসাধনীর খোঁজ পেয়েছেন। বন্ধুরা অনেকেই বলেছেন, সেই সব ক্রিম, প্রসাধনী মেখে তাঁরাও উপকার পেয়েছেন।

কিন্তু দাম দিয়ে এত রকম ক্রিম যে কিনবেন, তাতে ভয়ও করছে। সে সব মেখে যদি মুখে কিছু বেরোয়। হিতে বিপরীত হলে তো সমস্যার শেষ থাকবে না। তবে ত্বকের বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা প্রসাধনীর পিছনে খরচ না করে, কেশর কিনলেই কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

কেশর ত্বকের কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে?

১) তারুণ্য ধরে রাখে বয়স বাড়লে ত্বক এমনিতেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। হাজার হাজার দামি ক্রিম মেখেও খুব একটা লাভ হয় না। সেই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে টক দই, কেশর এবং মধুর মিশ্রণ। সপ্তাহে বার দুয়েক মাখতে পারলে বয়সের ছাপ একেবারেই পড়বে না।

২) কালচে দাগ দূর করে

কেশরের মধ্যে ক্রোসিন এবং ক্রোসেটিনের মতো উপাদান রয়েছে। এই দু'টি উপাদান ত্বকের কালচে দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। ত্বকের তরতাজা ভাবও ফিরিয়ে আনে।

৩) ত্বকের জেল্লা ধরে রাখে

শুধু যে বয়স বাড়লেই ত্বক জেল্লা হারায়, এমনটা কিন্তু নয়। কম বয়সিদের ত্বকও নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে পারে। কেশরের মধ্যে যে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে, তা মেলানিনেরর উতাদন কমিয়ে প্রাকৃতিক "স্কিন-লাইটেনিং" হিসাবে কাজ করে।

৪) সানবার্ন দূর করে

রোদ লেগে ত্বক পুড়ে গেলে বা ত্বকে ট্যান পড়লে সালোঁয় গিয়ে ব্লিচ করার প্রয়োজন নেই। কেশরের মধ্যে থাকা অ্যান্টি-ট্যান উপাদানেই সমস্যার নিষ্পত্তি হবে। ত্বকও মসৃণ হবে।

৫) ব্রণর সমস্যায়

ত্বকে ব্রণ, প্রদাহের সমস্যা দূর করতে পারে কেশর। ত্বকের ধরন বুঝে, বাড়িতে তৈরি যে কোনও ফেসপ্যাকের সঙ্গে কেশর মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। কাজ হবে।

নিয়মিত ভিটামিন ই ক্যাপসুল ত্বকে ব্যবহার করছেন

ত্বকের যত্ন নিতে অনেকেই ভরসা রাখেন সমাজমাধ্যমের উপর। নেটদুনিয়ায় দেখা বিভিন্ন রকম টোটকা অনেকেই প্রয়োগ করেন নিজেদের ত্বকে। জেল্লা ফিরে পেতে কেউ মুখে টুথপেস্ট মাখছেন কেউ আবার ভিটামিন ই-র ক্যাপসুল ভেঙে ভিতরের তরলটি যদি মুখে মেখে নিচ্ছেন। তবে মনে রাখতে হবে সকলের ত্বক এক রকম হয় না।

আপনার ত্বকে যেটা ভাল প্রভাব ফেলবে, অপর জনের ত্বকে সেটা একই প্রভাব না-ও ফেলতে পারে। ভিটামিন ই-র ক্যাপসুল ভেঙে তার নির্যাসটি ত্বকে মাখলেও নানা ধরনের উপকার হয়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সকলের ত্বকে এক ফল না-ও হতে পারে। ভিটামিন ই ত্বকের জন্য স্বাস্থ্যকর হলেও মনে রাখা জরুরি, এই ভাবে ব্যবহার করলে ত্বকের কিছু ক্ষতিও হতে পারে। যাঁদের ত্বক খুব সংবেদনশীল। ভিটামিন ই-র সরাসরি ব্যবহার তাঁদের ত্বকে প্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ত্বকে র‍্যাশ, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি হতে পারে। ত্বকে সরাসরি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার না করে, কোনও প্যাক বানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকে সরাসরি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার না করে, কোনও প্যাক বানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। দই, মধু, হলুদের মিশ্রণের সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। শীতে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে এই প্যাক দারুণ উপকারী। ব্রণ বা ত্বকের অন্যান্য দাগছোপ কমাতে পাকা পেঁপের সঙ্গে মধু, লেবুর রস এবং ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস মিশিয়ে মুখে লাগাতে পারেন উপকার পাবেন।

নারী-পুরুষ

রতন দাস

একটা ছেলে, সে একাধারেই দুষ্ট
আর একটা মেয়ে,সে সর্বদাই লক্ষ্মী
এই দুনিয়াটা, পরি
পূর্ণ নানা ব্যবধানে,
আকাশ বাতাস চন্দ্রসূর্য,
এরাও সকলে জানে।

সুটটাই জিন্স প্যান্ট ও
গুলি সব ছেলেদের
ঐদিকে মেয়ে মানে সুস -স্কার্ট,
বধূ হলে শাড়িটাই
নীলরংটা ছেলে ছেলে , আর
গোলাপীটা মেয়েলি,
নিয়ম দিয়েছে বেঁধে,
সবই খামখেয়ালি।

গৃহকর্ম আছে যা,
রান্নাবান্না নানা ধিক
ওগুলি সব নারীর ভাগ
আর ছেলেরা তো অফিস যাবে,
কর্ম সব সেথায়-ই,
বাড়তি কাজে হাত
কেন,? অযথা বৃথাই।

কোমল শুধু মেয়েরা,
ব্যথা শুধু তাঁদেরই
কাঁদা বারণ মেনেনাও,
কারণ তুমি মেয়েনও
পুরুষতো ব্যথাহীন,
দেহ গড়া পাথরে,
ভোগে যাও, জয় কর,
মনের সব ব্যথারে।

ছেলে করবে টাইটাই,
বাড়ি ফিরবে যখনি
হাতে তাঁদের অসীম সময়,
ঘড়ি একটা যন্ত্র
কিন্ত মেয়ে হলে সময় বাধা,
স্বাধীনতা তত নেই,
বাড়ি তোমায় ফিরতে হবে,
বিলম্বের গতি নেই।

রাত হোক, ভোর হোক,
ছেলেরা সবনির্ভয়
কারণ সে পুরুষ জাত,
সমাজদ্বারা স্বীকৃত
কিন্তু নারী হওয়া এত সোজা নয়,
অল্পেতেই লেগে থাকে,
কলঙ্কের ভয়।

ঘোরো ফিরো যত খুশি,
সীমারেখা সন্ধ্যা
কখন গেলে ? কোথায়
গেলে? জবাব দাও
কিন্তু ছেলে হলে,
দরকার কী?, প্রশ্নেরও মুখ বন্ধ,
এসমাজ সবই দেখে
তবুও সে অন্ধ।

রীতিনীতি ঘর ঘর,
মেয়ে তুমি নারী আজ
ঘরে থাকো সর্বক্ষণ,
ঘুচাও যত বাড়ির কাজ
রান্নাবান্না ধুঁয়ামুছা,
হাত রাখো হাড়িতে,
ভালোতো সেই মেয়ে,
যে থাকে বাড়িতে।

চারিদিকে ভেদভাও, কোনো
কিছু বাকি নেই
খাবার দাবার অশ্রবস্ত্র
কার্য্যকর্ম, ঠিকআছে
তাই বলে রঙেতেও ভেদভাও,
লাল নীল গোলাপী,
এত পেঁচতো, তাতেও
নেই, নাম যার জিলেপি।

কেউ কিছু বলে না,
বৈষম্যর ঐ বৈপরিত্বে
সকলেই দর্শক,
ঐ বাকহীন পল্লীতে,
প্রত্যেকেই যে নকোনো
ক্ষমতা হারানো সেপাহী,
ভুলে গেছে সে কে?
সে কী? বেদনার্ত অতীতে।

ভুলে গেছে, প্রতিবাদ,
সততার ভাষা সে
ভুলে গেছে, কী ঠিক,
কী ভুল, ভালো কোনো লক্ষণ
মেনে নিচ্ছে যা ভুল তাই ঠিক,
যে নকো নোপণ্য,
চেনে না, কোনটা আসলে রুপা,
কোনটা ঠিক স্বর্ণ।

রবিবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এনএসএসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গিরিডিতে ৩ সন্তানকে খুন করল বাবা, পরে নিজেও আত্মঘাতী

গিরিডি, ১৬ মার্চ (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে নিজের ৩ সন্তানকে খুন করলো বাবা। পরে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার পিরতান্ড থানার অন্তর্গত মহেশ্বলিতি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। এক ব্যক্তি নিজের ৩ সন্তানকে হত্যা করার পর সে নিজেও আত্মহত্যা করেছে। নিহতদের নাম ৩৬ বছর বয়সী সানাউল আনসারি, তার মেয়ে আফরিন পারভীন (১২) এবং জাইবা নাজ (৮) এবং তার ছেলে সাফাউল আনসারি (৬)। পুলিশের ধারণা, রবিবার ভোররাত ২-৩টের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। এসপি ডঃ বিমল কুমার বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, পরিবারের প্রধান নিজের সন্তানদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে এবং নিজে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ফরেনসিক দল মামলাটি তদন্ত করছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে... আমরা সন্দেহ করছি, পরিবারের প্রধানই এই অপরাধ করেছে, তবে সকল দিক বিবেচনা করে তদন্ত চলছে।'
রবিবার সকালে এই ভয়াবহ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। যখন সেহরির সময় (রমজানের সময় ভোরবেলার খাবার) সানাউলের বাড়িতে কোনও সাড়াশব্দ না থাকায় উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীরা তার দরজায় কড়া নাড়ে। কোনও সাড়া না পেয়ে তারা ঘরে ঢুকে সানাউলকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান, আর তার তিন সন্তানের মৃতদেহ কাছেই পড়ে ছিল।

বিহারের পর এ বার মধ্যপ্রদেশ! পুলিশের ওপর হামলা গ্রামবাসীর, মৃত এএসআই

ভোপাল, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): বিহারের পর এ বার মধ্যপ্রদেশেও আক্রান্ত পুলিশ, গ্রামবাসীদের হামলায় এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরের (এএসআই) মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন পুলিশ কর্মী। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শনিবার রাতের ঘটনা। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। রীবা জেলা গাদরা গ্রামে অশান্তির খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) অঙ্কিতা সুলিয়ার নেতৃত্বে এক দল পুলিশ সেখানে পৌঁছোয়। গ্রামে ঢুকতেই পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, তার পর আচমকাই লাঠিসোটা নিয়ে পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালায় গ্রামবাসীরা। প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ কর্মীরা ছুটে পালাতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের তাড়া করে মারধর করা হয়। এসডিপিও অঙ্কিতা কোনও রকমে একটি বাড়িতে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিজের প্রাণ বাঁচান। এসিডিপিও একটি ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। বাকি পুলিশ কর্মীরা পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁদের ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর জখম হন অনেক পুলিশকর্মী। তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয় এএসআই চরণ গৌতমের। হামলার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে গ্রাম ঘিরে এসডিপিও এবং জখম পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গাদরা গ্রামে রঞ্জন দ্বিবেদী নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে গ্রামবাসীরা। অশোক নামে গ্রামেরই এক ব্যক্তিকে খুন করার সন্দেহে তাঁকে তুলে নিয়ে এসে মারধর করা হচ্ছিল। সেই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়েছিল পুলিশ। তখন পুলিশের উপর গ্রামবাসীদের রোষ আছড়ে পড়ে।

রেওয়ায় নিহত এএসআই-কে শ্রদ্ধাঞ্জলি, শ্রদ্ধার্ঘ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের

রেওয়া, ১৬ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জ জেলায় গ্রামবাসীদের আক্রমণে নিহত এএসআই রামচরণ গৌতমকে শেষশ্রদ্ধা জানালেন পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। রবিবার নিহত এএসআই রামচরণ গৌতমের মরদেহে শ্রদ্ধা জানান পুলিশের পদস্থ কর্মী ও আধিকারিকরা। ডিআইজি সাকেত প্রকাশ পাণ্ডে বলেছেন, 'এএসআই রামচরণ গৌতম কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ তাঁর মতো পুলিশ অফিসারদের জন্য গর্বিত।'
রেওয়া কমিশনার বিএস জামোদ বলেন, 'এএসআই রামচরণ গৌতম কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা তাঁর জন্য গর্বিত।' উল্লেখ্য, মৌগঞ্জ জেলার গাদরা গ্রামে অশান্তির খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) অঙ্কিতা সুলিয়ার নেতৃত্বে এক দল পুলিশ সেখানে পৌঁছোয়। গ্রামে ঢুকতেই পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, তার পর আচমকাই লাঠিসোটা নিয়ে পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালায় গ্রামবাসীরা। প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ কর্মীরা ছুটে পালাতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের তাড়া করে মারধর করা হয়। এসডিপিও অঙ্কিতা কোনও রকমে একটি বাড়িতে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিজের প্রাণ বাঁচান। কিন্তু, প্রাণ হারিয়েছেন এএসআই রামচরণ গৌতম। আহত হয়েছেন আরও অনেক পুলিশ কর্মী।

ঘর্মাক্ত গরমে নাজেহাল মহানগরী, প্রখর রোদে অস্বস্তি চরমে

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): ঘর্মাক্ত গরমে নাজেহাল অবস্থা মহানগরী কলকাতায়। প্রখর রোদে রবিবাসরীয় ছুটির দিনে অস্বস্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু কলকাতাই নয়, মহানগরীর সংলগ্ন অন্যান্য জেলাগুলিতেও তাপের দাপটে নাজেহাল অবস্থা মানুষের। রবিবার সকালের দিকে তীব্র গরম অনুভূত না হলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে গরম।
তীব্র গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ভালোই মালুম হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। এই পরিস্থিতি চলবে আগামী আরও চার-পাঁচ দিন। তবে, ২০ মার্চের পর বদলাবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ২০ এবং ২১ মার্চ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। সেই সময় তাপমাত্রাও খানিকটা হ্রাস পাবে।

প্রচণ্ড গরমে পুরুলিয়ায় দুর্বিষহ অবস্থা, তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি

পুরুলিয়া, ১৬ মার্চ (হি.স.): তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল পুরুলিয়াবাসী। পারদ ছুঁয়ে ফেলেছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘর। রবিবার সকাল থেকই বেড়েছে গরম। দুপুরের পর বাড়ির বাইরে বেরোনো হয়ে পড়েছে দুষ্কর। মার্চে এই অবস্থা হলে আগামী দিনের কথা ভেবে আতঙ্কিত পুরুলিয়া জেলার মানুষজন।
একই অবস্থা রাজ্যের পশ্চিমের অন্যান্য জেলাগুলিতেও। পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও ঝাড়গ্রামেও এদিন অত্যধিক গরম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমের এই ৫টি জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে।

বাঁকুড়ায় রাস্তার ধারে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ (হি.স.): বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটিতে রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার হল দুই যুবকের দেহ। মৃতদের নাম - দেবাশিস মণ্ডল (২২) ও বাপ্পা মাঝি (২৫)। বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার অন্তর্গত কাঁটাবাইদ গ্রামের বাসিন্দা ওই দুই যুবক জেলার বাইরে কাজ করতো। সম্প্রতি হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে তাঁরা গ্রামে ফিরে আসে। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দুই বন্ধু একটি বাইকে বেরিয়ে যায়। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। এরপর রবিবার সকালে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়।
এদিন সকালে গ্রামের প্রান্তে একটি ইটের স্তূপের পাশে দুই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অদূরে পড়ে ছিল একটি বাইক। ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে এমন দৃশ্য দেখে কার্যত চমকে উঠেছিলেন শালবেদিয়া গ্রামের মানুষেরা। তড়িঘড়ি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ মৃতদেহ দু’টি উদ্ধার করে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ আর রহমান ভালো আছেন, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান ভালো আছেন, এমনটাই জানালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে স্ট্যালিন লিখেছেন, 'অসুস্থতার জন্য এ আর রহমানকে হাসপাতালে ভর্তি করার খবর শোনা মাত্রই আমি ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিই। তাঁরা বলেছেন, তিনি ভালো আছেন এবং শীঘ্রই বাড়ি ফিরে আসবেন।' উল্লেখ্য, বুকের ব্যথায় রবিবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এ আর রহমান। চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমানকে।

সুস্থ আছেন এ আর রহমান, ছুটিও পেয়ে গেলেন হাসপাতাল থেকে

চেন্নাই, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান ভালো আছেন, চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এ আর রহমান রবিবার সকালে ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ নিয়ে গ্রীমস রোডের অ্যাপোলো হাসপাতালে যান এবং চেকআপের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
সূত্রের খবর, চেন্নাইয়ের গ্রিমস রোডের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় রহমানকে। এ দিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন চিকিৎসকদের একটি দল। সঙ্গীত পরিচালকের অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফিও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে তাঁকে।

হেলমেট না পরার শাস্তি, তেজ প্রতাপকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা

পাটনা, ১৬ মার্চ (হি.স.): হেলমেট না পরার শাস্তি পেলেন আরজেডি নেতা তেজপ্রতাপ যাদব। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর ভবনের আশেপাশে স্কুটার চালানোর সময় হেলমেট না পরার জন্য আরজেডি বিধায়ক তেজ প্রতাপ যাদবের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশ ৪০০০ টাকার চালান জারি করেছে। স্কুটারটিতে মেয়াদোত্তীর্ণ বীমা এবং দূষণ শংসাপত্র ছিল।
রবিবার ট্রাফিক পুলিশের এসএইচও ব্রজেশ কুমার চৌহান বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন আরোহী হেলমেট ছাড়াই স্কুটার চালাচ্ছেন। বীমা এবং দূষণ শংসাপত্রের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। মোট ৪০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।'

দিল্লিতে ফের গ্রেফতার বাংলাদেশি

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আবারও গ্রেফতার বাংলাদেশি নাগরিক। দিল্লির আর কে পুরম থানা এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। রবিবার দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, আর কে পুরম থানার একটি টিম দিল্লিতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। দিল্লি পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতের নাম - আফাজউদ্দিন গাজী (৪০)। তিনি বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ থানার সাইগুরা গ্রামের বাসিন্দা।

মালদায় গুলি করে ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

মালদা, ১৬ মার্চ (হি.স.): গভীর রাতে গুলি করে এক মাছ ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ইংরেজবাজার পুরসভার সদরঘাট এলাকায় এক মাছ ব্যবসায়ীর উপর রাতের বেলা অতর্কিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা।
অভিযোগ, শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী মাছ ব্যবসায়ী বিপ্লব ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি করে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেও সেই গুলি তাঁর হাতে লাগে। অস্ত্রোপচার করে পরে সে গুলি বের করা হয়। আপাতত তিনি সঙ্কটমুক্ত বলে জানা গেছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ করছে পুলিশ।

গীতালদহে জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দিনহাটা, ১৬ মার্চ (হি.স.): এক জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল গীতালদহে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। তিনি বিএসএফের জওয়ান বলে জানা গেছে। জানা যাচ্ছে, ওই জওয়ানকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এটি প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলেই ধারণা। তবে এর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। বিএসএফ ও পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

হিন্দুত্ব ভারতের আত্মা, বিজেপি তা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করে না : সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): হিন্দুত্ব ভারতের আত্মা এবং বিজেপি তা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করে না। জানিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'নির্বাচনের সাথে হিন্দুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তির এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।'
সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, 'আমরা যদি (পশ্চিমবঙ্গে) ক্ষমতায় আসি, তাহলে বাংলায় উন্নয়ন কীভাবে হবে, আমরা মহিলাদের কী দেব, এবং বাংলায় কতগুলি এইমস তৈরি করা উচিত, বিজেপি এই বিষয়গুলির উপর জোর দেবে এবং এই বিষয়গুলি নিয়েই নির্বাচন লড়বে। মানুষ বাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

উত্তর প্রদেশের হাপুরে কাঠের গুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে আনল দমকল

হাপুর, ১৬ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাপুরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি কাঠের গুদামে। রবিবার ওই কাঠের গুদামে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। দমকলের দু’টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। প্রধান দমকল অফিসার মনু শর্মা বলেছেন, গুদামের ভেতরে কোন প্রবেশপথ ছিল না এবং গুদামে প্রবেশের জন্য আমাদের দু’’টি গর্ত খুঁড়তে হয়েছিল। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি, আমরা ৭০-৮০ আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছি এবং আশা করি আমরা শীঘ্রই তা সম্পূর্ণ করব।' এই আগুনে কেউ হতাহত না হলেও, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে 'খুনের' অভিযোগ তারকেশ্বরে

তারকেশ্বর, ১৬ মার্চ (হি.স.): শনিবার রাতে আলু কিনে ফেরার পথে এক আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ হুগলির তারকেশ্বরে। তারকেশ্বরের পাঁচগেছিয়ায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, মৃতের নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ। শনিবার রাতে পাঁচগেছিয়ায় গিয়েছিলেন রাখাল ও তাঁর ছেলে। সেখানে চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনে ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গাড়ির জায়গা ছাড়াকে কেন্দ্র করে কয়েকজনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। অভিযোগ, এর পরই রাখালের মাথায় আঘাত করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে সরব স্থানীয়রা।

এটিএমে কারচুপি, ধৃত এক

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): এটিএমে কারচুপির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ সাহিল। তিনি আনন্দপুরের বাসিন্দা। শনিবার কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ সাহিলকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, রবিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি মাসে বাঁশদ্রোণীতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন কয়েকজন গ্রাহক। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তাতেই সাহিলের হদিশ পান তদন্তকারীরা। অভিযোগ, ঠাকুরপুকুরের এটিএম জালিয়াতিতেও যুক্ত সাহিল।

গ্যাস ট্যাঙ্কার উল্টে আতঙ্ক নলহাটিতে

নলহাটি, ১৬ মার্চ (হি.স.): নলহাটি লোহাপুর থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে নওয়া পাড়া গ্রামে বড়সড় দুর্ঘটনা। শনিবার, ওই গ্রামে রাস্তার ওপর একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার উল্টে যায়। ফলে ট্যাঙ্কার থেকে গ্যাস লিক হতে শুরু করে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দ্রুতগতির ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি নোয়াপাড়া হাইস্কুল গেটের সামনে একটি দোকানে প্রথমে ধাক্কা মেরে সেখানেই উল্টে যায়।
প্রশাসনিক তৎপরতায় শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিশেষজ্ঞরা ট্যাঙ্কার থেকে গ্যাস লিক বন্ধ করেন। শনিবার রাত থেকে এই ঘটনায় গোটা এলাকার মানুষ আতঙ্কে রাত জাগেন। যদিও রবিবার বেলায় ওই এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

মহিলা, ওবিসি ও দলিত শ্রেণীর প্রতি অপরাধ বাড়ছে, কটাক্ষ ডিম্পলের

মৈনপুরী, ১৬ মার্চ (হি.স.): যোগী আদিত্যনাথ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব। রবিবার মৈনপুরীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিম্পল যাদব বলেছেন, 'দেশে দারিদ্র্য চরমে, উত্তর প্রদেশের অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে... শেয়ার বাজার ভেঙে পড়েছে...মহিলা, অন্যান্য অনগ্রসর এবং দলিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ছে। পুলিশ কর্মীরা কেবল নিজেদের কর্মকাণ্ড লুকানোর চেষ্টা করছে।'
হোলি উদযাপন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে হোলি উৎসবের সময় কোনও উত্তেজনা ছিল না। সরকার এবং প্রশাসনই কেবল জনগণের মধ্যে উত্তেজনা তৈরির প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিল, তারা চায় না মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার পাক।'

কলকাতায় ফের ভেঙে পড়ল বাড়ি, ছুটির দিনে ছড়ালো চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): ফের শহরে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি। রবিবার দুপুরে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় ১১৯ নং মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে ভেঙে পড়েছে একটি পুরনো বাড়ি। যাকে কেন্দ্র করে রবিবার ছুটির দিনে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার দিকে থাকা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটি বিপজ্জনক ছিল এবং এটির মেরামতির কাজ চলছিল।

চারদিনের হকি টুর্নামেন্ট বিধাননগরের সাই কমপ্লেক্সে

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): অল ইন্ডিয়া পাবলিক সেক্টর হকি টুর্নামেন্টের আসর বসছে সল্টলেকের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সংক্ষেপে সাই এর আস্ট্রোটার্ফ গ্রাউন্ডে। চারদিনের ওই হকি প্রতিযোগিতার সূচনা হবে সোমবার। ২০ মার্চ বৃহস্পতিবার ফাইনাল খেলা। পুল - এ ও পুল - বি দুই বিভাগেই ছয়টি দল যোগদান করছে। অল ইন্ডিয়া পাবলিক সেক্টর হকি টুর্নামেন্টে বিধাননগরের মাঠে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে - সেইল, ইউ বি আই এবং ন্যালকো। এফ সি আই, কানাড়া ব্যাঙ্ক ও সি আই এল। উদ্যোক্তা - কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এর তরফে জানানো হয়েছে, শেষদিনে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল পর্ব রয়েছে। প্রতিদিন দুই গ্রুপের মধ্যেই একটি করে খেলা রয়েছে। সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্রথম খেলা ও দুপুর একটা নাগাদ দ্বিতীয় খেলা। সেমিফাইনাল - ১১টায় ও ফাইনাল খেলা ১২ টায় হবে। উল্লেখ্য, সকাল সাড়ে ন’টায় সোমবার উদ্বোধনী খেলায় পুল এ - তে সেইল ও ন্যালকো পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। পুল বি - তে দ্বিতীয় খেলায় - এফ সি আই - সি আই এল নামছে।

রাইসিনা সংলাপ ২০২৫-এর সূচনা সোমবার, চলবে ১৯ মার্চ পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাইসিনা সংলাপ ২০২৫। এটি ভারতে আয়োজিত ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ সম্মেলন। এই বছর এই সম্মেলনের দশম সংস্করণ। সম্মেলন চলবে ১৭ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত। এবারের থিম কলাচক্র- পিউপল, প্লেস, প্ল্যানেট।
সোমবার রাইসিনা ডায়লগের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন। উপস্থিত থাকবেন ১৮টি দেশের বিদেশ মন্ত্রী, বাণিজ্যিক সংস্থার প্রধান ও বিদেশনীতির বিশেষজ্ঞরা। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে চিনকে উপেক্ষা করে প্রথমবার আসছেন তাইওয়ানের শীর্ষ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ।

রবিবারও আগরতলার বিভিন্ন স্থানে চলে হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও ট্রাফিকের অভিযান।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে নেই নেমার, গোল করেও অসন্তুষ্ট রোনাল্ডো

ব্রাজিল সমর্থকদের জন্য খারাপ খবর। এখনই নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়রের খেলা হবে না জাতীয় দলের জার্সিতে। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা ম্যাচের দল থেকে বাদ দেওয়া হল তাঁকে। নেওয়া হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড এনদ্রিক-কে।
ব্যাপারটা কী? গত ২ মার্চ ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে স্যান্টোসের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে তিনি বাঁ পায়ের উরুতে চোট পান। এমনকি গোলরক্ষক এদারসন ও দানিলোও চোটের কারণে খেলতে পারছেন না। ব্রাজিলের কোচ দরিভাল জুনিয়র বলেছেন, "দল ঘোষণার পরে ব্রাজিল জাতীয় দলের মেডিক্যাল বিভাগের কাছে আমাদের সব খেলোয়াড়, বিশেষ করে দানিলো, নেমার ও এদেরসনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিই। ওদের চোট থাকায় পরিবর্ত নিয়েছি।"
বৃহস্পতিবার ব্রাজিল ঘরের মাঠে খেলবে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। বুয়েনস আইরেসে প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচ ২৬ মার্চ। আর্জেন্টিনা ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে।
এ দিকে আর এক মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সৌদি আরবের প্রো লিগে গোল করলেও খুশি নন। তাঁর দল আল-নাসর ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল খলুদ-কে। ম্যাচের ৪ মিনিটে তিনি গোল করেন। কিন্তু ৬০ মিনিটের মাথায় তাঁকে তুলে নেওয়ায় তিনি রাগ প্রকাশ করেন। আরও বেশিক্ষণ তিনি খেলতে চাইছিলেন। তবে ম্যাচের পরে সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো লেখেন, "আরও একটা যুদ্ধ জয়। এগিয়ে চলো।" ক্লাব ও দেশের জার্সি মিলিয়ে ৯২৮তম গোল করলেন সি আর সেভেন।
রোনাল্ডো ছাড়াও আল-নাসরের হয়ে গোল করেন সাদিও মানে (২৬ মিনিট) এবং জন ডুরান (৪১ মিনিট)। কিন্তু ৫৬ মিনিটে নওয়াফ বাওশাল লাল কার্ড দেখায় ১০ জনে হয়ে যায় আল-নাসর। কিন্তু জয় আটকায়নি।

টেস্টে রোহিতই অধিনায়ক? মতের অমিল বোর্ডকর্তাদেরই

নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে এবং অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টেস্ট সিরিজে হার অনেকটাই চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল রোহিত শর্মার উপরে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে সেই চাপ কিছুটা হলেও কমিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, টেস্টে রোহিতকেই অধিনায়ক রেখে দেওয়া হতে পারে। তবে এ নিয়ে বোর্ডকর্তাদেরই মতের অমিল রয়েছে। আইপিএলের মাঝামাঝি রোহিতকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষ হওয়ার পরেই জল্পনা চলছিল, রোহিত নিজের শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। ইংল্যান্ড সিরিজে নেতা হিসাবে জসপ্রীত বুমরাহের নাম ভেসে এসেছিল। কিন্তু বুমরাহের ঘন ঘন চোট পাওয়া চিন্তায় রাখছে নির্বাচকদের। কী ভাবে চোটহীন অবস্থায় পুরো ইংল্যান্ড সিরিজ খেলবেন তা নিয়ে দ্বিধায় অনেকে। তরুণ ক্রিকেটারদের উত্থানের ফলে রোহিতের জায়গা নিয়ে দোলাচল রয়েছে।
বোর্ডের এক সূত্র সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, "এখনও পর্যন্ত রোহিতই টেস্ট অধিনায়ক। সিডনিতে স্বেচ্ছায় নিজেই নিজেকে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন বলেছিল, প্রথম একাদশে একাধিক অফ ফর্মে থাকা ক্রিকেটার খেলতে পারে না। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ভারত আর টেস্ট খেলেনি। তাই অধিনায়কত্বেও কোনও বদল হয়নি। এখনও পর্যন্ত এক বারও রোহিত জানায়নি যে ও টেস্ট খেলতে চায় না।"
ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে এখনও নির্বাচকেরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেননি বলেই জানা গিয়েছে। রোহিত অধিনায়ক থাকবেন কি না, এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর।
বোর্ডের ওই সূত্র বলেছেন, "নির্বাচক কমিটি আইপিএলের সময় একটু বিরতি পাবে। সব ম্যাচ টিভিতে দেখানো হচ্ছে বলে রোজ রোজ যাতায়াতও করতে হবে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এবছর অমরপুরে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

জেলার মোট ৮৬ গ্রামকে টিবি মুক্ত গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে

উদয়পুর, ১৩ই মার্চ ২০২৫ :- এবছর গোমতী জেলার জেলা ভিত্তিক বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস অমরপুরে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গোমতী জেলার জেলা শাসক টি কে চাকমা এই কথা।বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে এবছর মোট ৮৬ টি গ্রামকে টিবি মুক্ত গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৯টি গ্রাম সিলভার পদক পাবেন। গত বছর ওই গ্রামগুলি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। আর নতুন করে ৪৭টি গ্রাম ব্রোঞ্জ পদক পাবেন। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে ৮৬টি গ্রামকে শংসা পত্র তুলে দেওয়া হবে। গত বছর মোট ৬০ টি গ্রাম ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। এর মধ্যে ৩৯টি গ্রাম তাদের টিবি মুক্ত গ্রাম হিসাবে নিজেদের স্ট্যাটাস ধরে রেখতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং জানান, ১০০ দিনের অভিযানে অনেক নতুন রোগীকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। গ্রামগুলি আপাতত ব্রোঞ্জ পদক ধরে রাখতে না পারলেও এটা টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের দীর্ঘ মেয়াদি চিন্তা করলে এটি একটি সাফল্য। ব্রোঞ্জ পদক হারালেও পুনরায় পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথার সুত্র ধরেই জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায় বলেন, গ্রামগুলি আপাতত ব্রোঞ্জ হারাতে পারে কিন্তু ১০০ দিনের অভিযানে অন্য গ্রামগুলির সাথে উনারা অসাধারন কাজ করেছেন। নাহলে নতুন রোগীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হত না। সেই ক্ষেত্রে প্রতি ১ হাজার গ্রামবাসীর পিছনে ১ জনের বেশী রোগী হয়েছে। টিবি মুক্ত গ্রাম হতে গেলে প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ১ জনের কম রোগী হতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্ধারিত মোট ৬ টি মানদণ্ড এবং সুচকের উপর ভিত্তি করে টিবি মুক্ত গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। আজ রেডক্রস সোসাইটি অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন পুলিশ অফিসার বি কে রায়, রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দন দেবনাথ এবং রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার ভৌমিক ,গোমতী জেলা সম্পাদক সুকুমার দাস এবং রেড ক্রস সোসাইটি লাইফ মেম্বার অপুরাম সরকার গোমতী জেলার জেলাশাসক তথা গোমতী জেলার রেড ক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান তড়িৎ কান্তি চাকমা সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রেডক্রস সোসাইটির সদস্যরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা এবং তার পরবর্তীতে জনগণের দুর্দশা নিয়ন্ত্রণ করতে রেড ক্রস সোসাইটি সদস্যরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে ,কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসংস্থান বা আর্থিক সংকট থাকায় অনেক সময় রেডক্রস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া জেলা শাখার সদস্যদের ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয় এবং রেডক্রস সোসাইটি গোমতী জেলা শাখা সাফল্যের সহিত সেই অনুষ্ঠান গুলো সমাপ্তি করেন। তাছাড়া গোমতী জেলার রেডক্রস সোসাইটির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় খুব শীঘ্রই নির্বাচিত সভাপতি ,সম্পাদক নিয়োগ করার জন্য রাজ্য প্রতিনিধিদের সাথে গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা কে ভূমিকা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।আগামী এপ্রিল মাসে এই গোমতী জেলা কমিটি গঠন করার জন্য সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে আলোচনা করা হয়। গোমতী জেলার জেলাশাসক আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে গোমতী জেলা কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবেন বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বস্ত করেছেন। এছাড়া প্রতিনিধি দল উদয়পুর সোসাইটির অফিস কক্ষে আগামী দিনের কর্ম পন্থা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা করতে গিয়ে রেড ক্রস সোসাইটির সদস্যরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন -সেগুলো সমাধানের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নেন। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রিয় লাল ভৌমিক, মনতোষ শীল,গনেশ নাহা, মৃণাল কান্তি সাহা, অনিমেষ দেব,সুস্মিতা ভৌমিক দেব,শিল্পী সাহা, সানু বরজ ,গৌতম সাহা, সিদ্ধার্থ রায় ও গোমতি জেলা রেডক্রস সোসাইটির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ নির্মল বর্ধন রায় সহ অন্যান্য সদস্য সদস্যরা।আলোচনা শেষে রাজ্য কমিটির পদাধিকারিরা দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ার উদ্দেশ্য রওনা দেন।

ভুয়ো আইডি থেকে কুরুচিকর মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। মন্দিরা দাস ও অমিত দাসের দুটি ফেসবুক আইডি থেকে জেলা কংগ্রেস এবং ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা, বিধায়ক তথা কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য সুদীপ রায় বর্মন, জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল ,জেলা কংগ্রেস সম্পাদক উত্তম পাল সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকের মাধ্যমে তুলে ধরায় জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুটো অভিযোগ পত্র থানায় দাখিল করা হয়েছে।অভিযোগে বলা হয়েছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য মুখ বই বা ফেসবুকে তুলে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জেলা কংগ্রেস আজ উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং মামলায় উল্লেখ করেন এই আইডি যারা খুলেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। নাহলে আগামী দিনে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবেন।এই দুটি মামলা করেছেন উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পিয়াস মিয়া।এখন দেখার পুলিশ তদন্তে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগুন লাগিয়ে

● প্রথম পাতার পর
তার স্বামী বিকাশ দেবনাথ ঝগড়া বিবাদ শুরু করে এবং ওই নাবালিকা গৃহবধূর শরীরে আগুন লাগিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তার স্বামী বিকাশ দেবনাথ তাকে হুমকি দেয় যে যদি পুলিশের কাছে তার স্বামীর কথা স্বীকার করে তাহলে তাদের ছোট্ট কন্যা সন্তানকে মেরে ফেলবে, এমনই অভিযোগ।
অভিযুক্ত বিকাশ দেবনাথ নিজের দোষ আড়াল করতে নাবালিকা গৃহবধূকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যায় গৃহবধূটি। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আছে নাবালিকা গৃহবধূর মা বাবা। হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসা করানোর পর অর্থের অভাবে আর চিকিৎসা করাতে না পেরে নাবালিকা গৃহবধূর মা-বাবা তাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু অর্থের অভাবে এই নাবালিকা গৃহবধূটি তার বাবার বাড়িতে এখনো অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘটনার এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নাবালিকা গৃহবধূটি সম্পূর্ণ ঘটনাটি তার মা-বাবাকে জানায়। অবশেষে রবিবার দুপুরে নাবালিকা মেয়েটির বাবা অভিযুক্ত বিকাশ দেবনাথ এর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ এনে আগরতলা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে মামলা দায়ের করে এবং এই মামলার প্রতিলিপি জেলার পুলিশ সুপার সহ রাজ্য পুলিশের আইজিপি(আইন শৃঙ্খলা) এর কাছেও পাঠানো হয়।
রবিবার দুপুরে অগ্নিদগ্ধা নাবালিকা গৃহবধূ এবং তার বাবা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে অভিযুক্ত বিকাশ দেবনাথ এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সহ মুখমন্ত্রীর কাছে নাবালিকা গৃহবধূটির চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে।

কৈলাসহর প্রেসক্লাবে প্রয়াত ধূর্জটী প্রসাদ দেবের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

কৈলাসহর, ১৬ মার্চ: কৈলাসহর প্রেসক্লাবে আজ প্রয়াত ধূর্জটী প্রসাদ দেবের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রয়াতের পরিবারের পক্ষ থেকে গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।
উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান, প্রেসক্লাব সভাপতি জামাল উদ্দিন প্রমুখ।
এছাড়া, অনুষ্ঠানে প্রয়াত ধূর্জটী প্রসাদ দেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিরা তার অবদানের প্রশংসা করেন এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত যুবক, গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

চড়িলাম, ১৬ই মার্চ : আজ সকালে আমতলী থানার ফুলতলী দাসপাড়া এলাকায় এক যুবককে নৃশংসভাবে মারধর করে রাস্তায় ফেলে যায় একদল দুষ্কৃতী। আহত যুবকের নাম আশিষ তাঁতি বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় যুবককে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।
হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে তাকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ মার্চ।। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় মজদুর সংঘ গোমতী জেলার উদ্যোগে বি এম এস গোমতী জেলার অন্তর্গত সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলা কার্যকর্তাদের নিয়ে এক গুরত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের দুই নং কনফারেন্স হলে।এই অনুষ্ঠানে সমাজের কিছু সংখ্যক মাতৃশক্তিকে অসামান্য অবদানের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়।আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজযোগীনি রাখী বেহেন জি।আলোর দিশারী চিলড্রেন হোম এর সভানেত্রী মামনি সন্যাসিনী। ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগ অখিল ভারতীয় বি এম এস কার্য্য সমিতির সদস্যা তথা বি এম এস ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা প্রমুখের দায়িত্বে থাকা রুমা সাহা।বি এম এস ত্রিপুরা প্রদেশ সদস্যা তথা ত্রিপুরা গৃহপরিচরিকা সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদিকার দায়িত্বে থাকা নিয়তি দে সরকার। অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তথা সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষ ব্যক্তিত্ব রেখা রায় ।রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার ও সি আলপনা সরকার। উত্তরা রায় মহোদয়া বি এম এস গোমতী জেলা সক্রিয় মহিলা কার্যকর্তা। ২০২৪ সালের রাজ্যপাল পুরস্কার প্রাপক শিক্ষিকা গৌতমী দত্ত এবং আজকের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন উত্তরা রায় ।সমাজের মাতৃশক্তিকে সন্মাননা করা, যাদের জীবনে নেমে এসেছিলো নিয়তির কড়াল গ্রাস। এই মাতৃশক্তিগণ নিয়তির কড়াল গ্রাস মাথা পেতে মানিয়ে নিয়ে সেই কড়াল গ্রাসকে চেলেঞ্জ জানিয়ে আজকের দিনে নিজের পরিবারের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন কাজে এসে সমাজকে তার কর্মের মধ্যমে এক প্রকার সেবা প্রদান করে সমাজের বুকে মোটামোটি ভাল জীবন যাপন করছেন। ওনারা হলেন- দীপালি দত্ত রায়। পেশায় এ গৃহপরিচারিকা ও রাজ মিস্ত্রীর যোগার। মনিকা দেব দাস যিনি পেশায় সেল্ফ হেল্প গ্রুপ করেন। নির্মলা দাস, পেশায়এ পান দোকানি ।সোমা ভৌমিক সুর,পেশায় - গৃহপরিচারিকা। প্রিয়াঙ্কা ঘটক, পেশায় - পত্রিকা হকার। মনীষা সাহা- শারীরিক প্রতিবন্ধী,পেশায় - পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার,সেলিনা বেগম পেশায় সেল্ফ হেল্প গ্রুপ করেন ।তারা শীল ,পেশায় গৃহপরিচারিকা ও নির্মাণ শ্রমিক। স্মৃতি সাহা পেশায় শিক্ষিকা ।উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হলেও নির্ধারিত আসনের অনেক বেশি সংখ্যক মহিলা ও কার্যকর্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ।ছোট হল ঘর হলেও সেখানে এ সির ব্যবস্থা না থাকার কারনে উপস্থিত সকলে গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েন।

জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে জনজাতিদের উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। রবিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে 'এম্পাওয়ারিং জনজাতি, এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা' - শীর্ষক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা চক্রে জনজাতিদের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যী, বিধায়ক ভগবান দাস, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ জনজাতি নেতৃত্বরা।
এই আলোচনা সভায় দেশের প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমুখী প্রকল্প সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প জনসমক্ষে তুলে এনে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আজ। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানটি রাজ্যস্তরে সম্পন্ন হয়েছে। এটি জেলা স্তরে এবং মন্ডল স্তরে জনজাতি নেতৃত্বদের দ্বারা সম্পূর্ণ করা হবে।

কংগ্রেস তাচ্ছিল্য

● প্রথম পাতার পর
খোলাসা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলেন, '২০২২ সালের ১ এপ্রিল সমগ্র বিটিআর এলাকা থেকে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন (এএফএসপিএ বা আফসপা) প্রত্যাহার করা হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'
তিনি বড়োল্যান্ডের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রশংসা করে বলেন, কোকরাঝাড়ের মাশরুম কীভাবে "এক জেলা এক পণ্য" উদ্যোগের অধীনে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং এখন দিল্লির হোটেলগুলিতেও তা প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়া তিনি বলেন, বড়োল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ডুরান্ড কাপের সফল আয়োজন এখানকার উন্নয়নের প্রমাণ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।
বোড়োল্যান্ডের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে অমিত শাহ এখানকার যুবক-যুবতীদের বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া সাফল্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে উৎসাহিত করেছেন। ক্রীড়া ক্ষেত্রে এতদঞ্চলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ২০৩৬ সালে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠেয় অলিম্পিকে প্রশিক্ষণ এবং অংশগ্রহণের আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

পঞ্চাশোর্ধ মহিলার রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর
কারণ মহিলার কন্যা কাছ থেকে জানা যায়, মৃত মহিলার গলায় দড়ি লাগানো ছিল এবং যে স্থান থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয় সেখানে কাঁঠাল গাছের একটি ডাল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তাই সন্দেহ করা হচ্ছে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হন মহিলা। ধর্মনগর থানায় খবর দেওয়া হলে থানা থেকে পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে দেহ উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিক্ষকের বেধড়ক মারে

● প্রথম পাতার পর
নিয়ে আসেন। গন্ডাছড়া মহকুমার হাসপাতালের পক্ষ থেকে লক্ষীচানের অবস্থায় বেগতিক দেখে আজ সন্ধ্যায় গোমতী জেলা হাসপাতালে তাকে নিয়ে যান। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র লক্ষ্মী চান চাকমার চিকিৎসা চলছে। এই খবর চাউর হতেই গন্ডাছড়া টিটিএএডিসি নেতা হরিশ দেববর্মা এবং নেতা রতন বিকাশ চাকমা ছাত্র লক্ষ্মীচান চাকমার বাড়িতে খোঁজখবর নিতে আসেন।এই ঘটনায় বিশ্বকর্মা পাড়া এলাকায় গভীর উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চলের ছড়িয়ে পড়ে। দাবি উঠেছে অভিযুক্ত শিক্ষক জয়মনির কঠোর শাস্তি হোক।

কৈলাসহরে ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর
অবস্থিত উনার বাপের বাড়িতে চলে যান এবং উনার স্বামী সেখানে গেলে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে ওদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতন্ডা হয় এবং পরবর্তী সময় ওরা মারপিটে জড়িয়ে পড়ে পরিমল নমকে উনার স্ত্রী বেধরকভাবে মারধোর করে বলে অভিযোগ। রাগান্বিত হয়ে স্বামী পরিমল নম উনার ভাড়াবাড়িতে চলে আসেন। রবিবার সকালবেলা উনার স্ত্রী ভাড়াবাড়িতে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে উনাকে ডাকাডাকি করলে উনার কোন সাড়া না পেয়ে দরজা খুলে দেখতে পান যে উনার স্বামী ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। এই খবর শোনার পর স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করে।অন্যদিকে পরিমল নম:র বাড়ির লোকেরা খবর শোনার পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং পরিমল নম: র বোন মিনতি নম দাস কৈলাসহর থানায় পরিমল নম: এর স্ত্রী কল্পনা নম সহ তার বাপের বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। মিনতি নম: দাস অভিযোগ করে বলেন উনার ভাইকে উনার ভাইয়ের স্ত্রী পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রেখেছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

নেশা সামগ্রী সহ আটক ৬

● প্রথম পাতার পর
যুবককে আটক করে। ব্যবসায়ী পরিমল দেবনাথ এর বক্তব্য হলো তিনি প্রাকৃতিক কাজে দোকানের বাইরে গেলে ওই যুবক তার দোকানে ঢুকে টাকা সরানোর চেষ্টা করে। এমন চুরি সে আগেও করেছে বলে অভিযোগ। এদিকে শঙ্কর দেববর্মাকে জনগণ আটক করার পর তাকে ছাড়িয়ে নিতে আরো তিন জনজাতি যুবক এসে হৈ হট্টগোল শুরু করে।
এরপর পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে কোন গতি না দেখে চার যুবককেই আটক করে থানায় নিয়ে আসে। যদিও কেও মামলা না করায় এবং চুরি করেছে এই বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়ায় জেরা করে চারজনকেই পুলিশ বেশ কিছু সময় আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। এদিকে রবিবার ছিল কল্যাণপুরের হাট বার। এদিন হাট বসার পরেই সামান্য ব্রাউন সুগার সহ দুই বাইক আরোহীকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে জনতা আটক করে। একটি বাইকেই দুইজন ছিল। তাদের কাছে ব্রাউন সুগার ছাড়াও কিছু ক্যাশ টাকা পাওয়া যায়। এদের নাম সুমন দেববর্মা। বাড়ী দীনদয়াল সর্দার পারা এবং অমলেন্দু দেববর্মা, বাড়ী অধুনীয়া। তারা ওই ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে না নিজেরা নেশা করতে এসেছিলো সে ব্যাপারে এখনও পুলিশ নিশ্চিত নয়। কারণ নেশা সামগ্রীর পরিমান খুব কম ছিল। এই ক্ষেত্রেও জনতা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে ওই দুই যুবককে আটক করে।

ইংরেজি বিদ্যালয়ে

● প্রথম পাতার পর
বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি, পরিকাঠামোগত সমস্যাও প্রকট। বিশেষত পানীয় জলের অভাব এবং আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। কিছু বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল রান্না করতে ছড়ার জল ব্যবহার করা হচ্ছে।
বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার শুধু ঘোষণা করছে, কিন্তু বাস্তবিক কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাগ্রত কালী মন্দিরে চোরের

● আটের পাতার পর
করা যায়নি। বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, তারা দ্রুত অপরাধীদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালাচ্ছে।
এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয়রা উদ্বিগ্ন। চুরির সংখ্যা বাড়তে থাকায় এই অঞ্চলে পুলিশের উপস্থিতি আরও জোরালো করার দাবিও উঠেছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মহাকুম্ভের

● আটের পাতার পর
সরস্বতীর জল এনেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। যারা বিভিন্ন কারণে, অথবা আর্থিক কারণে পবিত্র মহাকুম্ভে যেতে পারেননি তাদের জন্য এই পবিত্র অমৃতজল এনেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে তা বিতরণ করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার উদ্যোগে আগরতলা আনন্দময়ী কালীবাড়িতে বিশেষ পূজা-অর্চনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে বিতরণ করা হয় এই মহাকুম্বের অমৃত জল।

ভারতীয় মজদুর সংঘ গোমতী

● আটের পাতার পর
নিয়তি দে সরকার, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তথা সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষ ব্যক্তিত্ব রেখা রায়, রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার ওসি আলপনা সরকার, উত্তরা রায় মহোদয়া বি এম এস গোমতী জেলা সক্রিয় মহিলা কার্যকর্তা। ২০২৪ সালে রাজ্যপাল পুরস্কার প্রাপক শিক্ষিকা গৌতমী দত্ত এবং আজকের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন উত্তরা রায়।
এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মহিলাদের সম্মানিত করা হয়।। যারা জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে পরিবারের মুখে হাসি ফুটাচ্ছেন। জীবনের সব ধরনের সংগ্রাম মাথা পেতে মানিয়ে নিয়ে সেই কড়াল গ্রাসকে চেলেঞ্জ জানিয়ে আজকের দিনে নিজের পরিবারের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন কাজে এসে সমাজকে তার কর্মের মধ্যমে এক প্রকার সেবা প্রদান করে সমাজের বুকে মোটামোটি ভাল জীবন যাপন করছেন। ওনারা হলেন- দীপালি দত্ত রায়। পেশায় গৃহপরিচারিকা ও রাজমিস্ত্রীর যোগার। মনিকা দেব দাস যিনি পেশায় সেল্ফ হেল্প গ্রুপ করেন। নির্মলা দাস, পেশায় তিনি পান দোকানি। সোমা ভৌমিক সুর,পেশায় - গৃহপরিচারিকা। প্রিয়াঙ্কা ঘটক, পেশায় - পত্রিকা হকার। মনীষা সাহা- শারীরিক প্রতিবন্ধী, পেশায় - পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার, সেলিনা বেগম পেশায় সেল্ফ হেল্প গ্রুপ করেন। তারা শীল , পেশায় গৃহপরিচারিকা ও নির্মাণ শ্রমিক। স্মৃতি সাহা পেশায় শিক্ষিকা। উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হলেও নির্ধারিত আসনের অনেক বেশি সংখ্যক মহিলা ও কার্যকর্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

াঙ্গন

ভিজ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন পশ্চিমাঞ্চল সিরিজ সেরা তন্ময় তেওয়ারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিসিসিআই আয়োজিত ভিজ্জি ট্রফি, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরীয় আন্ত:জোন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিমাঞ্চল। এম.বি.বি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে দক্ষিণাঞ্চলকে ৫৬ রানে হারিয়ে পশ্চিমাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে।টুর্নামেন্ট ব্যবস্থাপনায় বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে দক্ষিণাঞ্চল (সাউথ জোন) প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে পশ্চিমাঞ্চল (ওয়েস্ট জোন) নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার ৫ বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার ক্রীশ সাহাপুরকরের ৪৯ রান, তন্ময় তেওয়ারির ৫০ রান, যশোয়াল-এর ৩৫ রান এবং মিশ্রর ৩১ রান উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণাঞ্চলের রতন তেজা ৪৬ রানে চারটি এবং ভুবনেশ ২৬ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণাঞ্চল ৪৪.৫ ওভার খেলে ১৫৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে রতন তেজা সর্বাধিক ৫৫ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অধিনায়ক বিবেক ২৬ রান সংগ্রহ করেছিল। পশ্চিমাঞ্চলের ভগবান সিং ১৮ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, দীপক ডাঙ্গী, নীলকান্ত ও এস প্যাটেল প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক তন্ময় তেওয়ারি প্লেয়ার অফ দ্যা সিরিজের খেতাব ও প্রাইজ মানি পেয়েছেন। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে বিজিত অর্থাৎ রানার্স দলের রতন তেজা। খেলা শেষে মাঠে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজ মানি তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে বিসিসিআই এর প্রতিনিধি পার্থিব প্যাটেল সহ প্রত্যেককে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ, সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী, উপদেষ্টা বি কে রায় প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

টি-টোয়েন্টি লীগ ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে শতদল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে শতদল সংঘ। হারিয়েছে পোলস্টার ক্লাবকে। টিসিএ আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শতদলের পক্ষে এটি তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয়। প্রথম ম্যাচে বিসিসিকে ২৫ রানে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে জেসিসির কাছে দুই উইকেটে শত দলকে পরাজিত হতে হয়েছিল। আজ, রবিবার দ্বিতীয় বেলার খেলায় টিএইটি গ্রাউন্ডে শতদল সংঘ চার উইকেট এর ব্যবধানে পোলস্টারকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে পোলস্টার সীমিত ২০ ওভারে আট উইকেটে একানব্বই রান সংগ্রহ করলে জবাবে শতদল সংঘ ১৪.২ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

পোলস্টারের চিরঞ্জীব দেবনাথ ৪৮ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় স্কোর সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। শতদলের ঋতুরাজ ২৫ রান এবং দেবরাজ দে-র ১৮ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ের শত দলের দেবরাজ ২ রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, শতদলের বিপিন কুমার শর্মা ১০ রানে এবং পোলস্টারের রায়হান আহমেদ ১২ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

অধিনায়কদের মধ্যে এগিয়ে পন্থ!

আইপিএল শুরুর আগেই আট দলের অধিনায়কদের মধ্যে শীর্ষে ঋষভ পন্থ। লখনউ সুপার জায়ান্টসের নতুন অধিনায়ক প্রতিযোগিতার ইতিহাসে শুধু সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার তো বটেই। পাশাপাশি, তিনি এ বারের প্রতিযোগিতার সবচেয়ে দামি অধিনায়কও।

দামের নিরিখে আইপিএলের আটটি দলের অধিনায়কদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন পন্থ। পারফরম্যান্সের নিরিখে নন, দামের ভিত্তিতে বাকি সব দলের অধিনায়ককে ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা পন্থকে গত নিলামে ২৭ কোটি টাকায় কিনেছে সঞ্জীব গোয়েনার দল।

অধিনায়কদের মধ্যে দামের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন গত মরসুমে ট্রফিজয়ী শ্রেয়স আয়ার। তাঁকে ধরে রাখেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স।

নিলামে শ্রেয়সকে দলে নিয়ে পঞ্জাব কিংস খরচ করেছিল ২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ ২৫ লাখ টাকার জন্য তিনি থাকছেন দ্বিতীয় স্থানে।

এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চেন্নাই সুপার কিংস কর্তৃপক্ষ তাঁদের অধিনায়ককে ধরে রাখতে খরচ করেছেন ১৮ কোটি টাকা। গত মরসুম থেকেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রুতুরাজ।

দামি অধিনায়কদের তালিকায় যুগ্ম ভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন প্যাট কামিন্স।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডারকে ধরে রাখতে খরচ করেছে ১৮ কোটি টাকা। কামিন্সের নেতৃত্বে গত মরসুমে আইপিএলের ফাইনালে উঠেছিল হায়দরাবাদ।

রুতুরাজ, কামিন্সের সঙ্গেই যুগ্ম ভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আরও এক অধিনায়ক। তিনি রাজস্থান রয়্যালসের সঞ্জু স্যামসন। গত কয়েক মরসুম ধরে রাজস্থানকে সাফল্যে সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সঞ্জু। তাঁকে ধরে রাখতেও রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ খরচ করেছিল ১৮ কোটি টাকা।

টি-টোয়েন্টিতে অবসর ভেঙে ফিরতে পারেন কোহলি!

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর সেই ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেই অবসর ভেঙে আবার খেলতে পারেন তিনি। তবে একটি শর্তও চাপিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। কী সেই শর্ত?কোহলি জানিয়েছেন, ২০২৮ অলিম্পিক্সে ভারত যদি ফাইনালে উঠতে পারে, তা হলে সেই একটি ম্যাচের জন্য অবসর ভেঙে ফিরতে পারেন তিনি। শনিবার এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কোহলি বলেছেন, "যদি ভারত ২০২৮ অলিম্পিক্সের ফাইনালে উঠতে পারে, তা হলে হয়তো আমি একটা ম্যাচের জন্য অবসর ভেঙে ফিরতে পারি। অলিম্পিক্সের পদক গলায় ঝোলালে দারুণ একটা ব্যাপার হবে।"

উল্লেখ্য, ১২৮ বছর পর ২০২৮ সালে অলিম্পিক্সে ফিরছে ক্রিকেট। তা হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। যোগ্যতা অর্জন কী ভাবে হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। কোহলি বলেছেন, "অলিম্পিক্সের অংশ হওয়া ক্রিকেটের এবং ভারতের পক্ষে খুব ভাল ব্যাপার। পদক নিয়ে ফিরতে পারলে খুব ভাল হবে। আইপিএলের অনেক ভূমিকা রয়েছে এতে। এখন আমরা অলিম্পিক্সেও খেলতে পারব। কিছু উঠতি ক্রিকেটারের কাছে এটা দারুণ সুযোগ।"টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে খেলছেন কোহলি। তবে সেই দু'টি ফরম্যাট থেকে অবসর নেওয়ার পর কী করবেন, তা এখনও ভাবেননি। এ দিন কোহলি বলেছেন, "আমি সত্যিই জানি না অবসরের পর কী করব। সম্প্রতি আমার এক সতীর্থ একই প্রশ্ন করেছিল। আমিও এই উত্তরটাই দিয়েছিলাম। হয়তো খুব ঘুরতে পারি সেই সময়ে।"তবে এখনই বাকি দুই ফরম্যাট থেকে অবসর নেওয়ার ব্যাপারে কিছু ভাবেননি কোহলি। বলেছেন, "চিন্তা করবেন না। আমি কোনও ঘোষণা করব না। এখনও পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। এখনও খেলাটাকে ভালবাসি। খেলার আনন্দ, জয়ের খিদে এবং ভালবাসা এখনও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। যত দিন সেটা উপভোগ করব তত দিন খেলে যাব। এখন কোনও কীর্তি স্থাপনের জন্য খেলি না।"

কোহলি আরও বলেছেন, "প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার খিদে থাকলে অবসর নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া যায় না। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে এটা নিয়ে এক বার বেশ ভাল কথাবার্তা হয়েছিল। ও আমাকে বলেছিল, সব সময় নিজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। জীবনের কোন পর্যায়ে রয়েছি, সেটা নিয়ে বেশি করে ভাবতে। কারণ অবসর কবে নেব, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ কাজ নয়।"

অনুষ্ঠানের সঞ্চালককে একহাত কোহলির

আইপিএল শুরুর আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। শনিবার সেই অনুষ্ঠানে টেলিভিশন চ্যানেলগুলির অতি উৎসাহের সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত জীবন, পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে চর্চার বিরোধী কোহলি। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রিয় খাবার ছোলে বাটুরে সংক্রান্ত চর্চা নিয়েও।

কোহলি জানিয়েছেন, খেলার অনুষ্ঠানে দিল্লিতে তাঁর প্রিয় ছোলে বাটুরে খাবার জায়গা নিয়ে আলোচনা অনর্থক। আলোচকদের এ সব নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না তিনি। কোহলি বলেছেন, "এক জন সঞ্চালক বা বিশ্লেষকের উচিত খেলা নিয়ে আলোচনা করা।

জাতীয় সাব-জুনিয়র কাবাডি টুর্নামেন্ট বিহারে, রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল ঘোষিত। জাতীয় আসর বিহারে। এতে অংশ নিতে রাজ্য দলের বাছাইকৃত খেলোয়াররা ক-দিন ন্যাশনাল কোচিং ক্যাম্পে অনুশীলন করবে। কাবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ৩৪ তম সাব-জুনিয়র বালক-বালিকা জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২৭ মার্চ থেকে বিহারের গয়াস্থিত রসুলপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানকার জি ডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল ক্যাম্পাসে চার দিন ব্যাপী আয়োজিত জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতা চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। নির্দিষ্ট বয়স অর্থাৎ অনূর্ধ ১৬ বছরের খেলোয়াড়দের নিয়ে আজ, রবিবার বেলা ১১ টায় এনএসআরসিসি-র ইন্ডোর হল-এ সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সকল সাব ডিভিশন, জেলা তথা সারা রাজ্য থেকে সাব-জুনিয়র ক্যাটাগরির ৭২ জন বালক এবং ৫৭ জন বালিকা অংশগ্রহণ করেছে। সিলেকশন কমিটিতে সুবীর দত্ত, শ্রীমতি চম্পা ঘোষ এবং বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে মোহন মণ্ডল, দৈমন্তী বোড়ো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কোচিং ক্যাম্পের জন্য বালিকা বিভাগে অস্মিতা রবিদাস, জুলি মুরাসিং, মান্তু ঘোষ, সোনালী ত্রিপুরা, রেশমি সিংহ, পায়েল দাস, সুকুর মনি তারাং, পূজা দেব, সোমা শবর, সুতপা মুসার, স্নেহা সিনহা, সোহালী দাস, পাপিয়া পাল, যমুনা গাড়ো, বিশাখা মারাক, পুনম দে, সুচিত্রা মারাক নির্বাচিত হয়েছে। বালক বিভাগে আলামিন মিয়া, জয়দীপ শব্দকর, সোহিত দেববর্মা, সুশান্ত দাস, অভিজিৎ সূত্রধর, গৌরব পাল, আব্দুল করিম, দয়ামোহন ত্রিপুরা, সাহিল কুমার, সায়ন সরকার, বিশাল মুরাসিং, বিরজু সিং, সাগর ঘোষ, আকাশ দেবনাথ, সুরজ মুরাসিং, প্রিয়তোষ দাস, শুভঙ্কর সরকার নির্বাচিত হয়েছে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক স্ফুলিঙ্গেব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের। হারিয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে ৫ উইকেটের ব্যবধানে। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে এটি টানা তৃতীয় জয়। বিসিসি, পোলস্টারের পর আজ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকেও হারালো স্ফুলিঙ্গ। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ১৬.৪ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের কৌশল আচার্য্য ২৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বিশাল ঘোষের ৩৬ রান, অঙ্কিত প্রতাপ সিং এর চব্বিশ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে স্ফুলিঙ্গের পল্লব দাস, অপূর্ব বিশ্বাস এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের কিষাণ সরকার দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

ডিমাপুরে আসাম রাইফেলস সেন্টিনাল ফুটবলে মিজোরামকে হারিয়ে ত্রিপুরা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয় ত্রিপুরা দলের। হারিয়েছে মিজোরামকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে। খেলা আসাম রাইফেলস সেন্টিনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে আয়োজিত আসাম রাইফেলস সেন্টিনাল ফুটবল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দল তিন-দুই গোলের ব্যবধানে মিজোরামকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। বিজয়ী ত্রিপুরা দলের পক্ষে সুখদয়াল জমাতিয়া একাই দুটো গোল করেন। এছাড়া, অপর গোলটি করেন মনীষ দেববর্মা। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা দলের হয়ে অমিত জমাতিয়া, বিশাল দেববর্মা, বিরু দেববর্মা, রাজচন্দ্র জমাতিয়া, পহর দেববর্মা, হেমেন্দ্র রিয়াং, রাজর্ষি চাকমা, মলসাম থাঙ্গা ডার্লং, বিপ্লব দেববর্মা, রজনীকান্ত ত্রিপুরা, আসলাঙ বিয়াং, দীনেশ রিয়াং, নেলসন ত্রিপুরা, মনীষ দেববর্মা সেখানে ভালো খেলা উপহার দিয়েছেন।

ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ চলমানের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে চলমান সংঘ। তাও চতুর্থ ম্যাচের মাথায়, ইউনাইটেড বি এস টি-কে ৬২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বি এস টি সাত উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী চলমানের বিশাল চৌহানের ৫৪ রান এবং সম্রাট সিনহার ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। বিশাল ৪৫ বলে খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৪ রান পায়। ইউনাইটেড বিএসটি-র ঋতুরাজ দেবনাথ ৪৩ রান পেলেও অন্যরা তেমন সঙ্গ দিতে পারেনি। বোলিংয়ে চলমানের অভিক পাল চার রানে তিনটি উইকেট দখল করে দলের জয় ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া দেবপ্রসাদ সিংহ ১৮ রানে তিনটি এবং ইউনাইটেড বিএসটি"র ওঁংকার কারমালে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

ওপিসি-কে হারিয়ে পঞ্চম জয় ছিনিয়ে ব্লাডমাউথের কো: ফাইনালে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত ব্লাড মাউথ ক্লাবের।

লাগাতর পঞ্চম জয়। ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। ব্লাড মাউথ টানা পঞ্চম জয়ের মধ্য দিয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা পুরোপুরি নিশ্চিত করে নিয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসরে মেলাঘরে শহিদ কাজল স্মৃতি ময়দানে রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ও পি সি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

সীমিত ২০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্লাড মাউথ ক্লাব ১৭.৫ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী ব্লাড মাউথের বিক্রম কুমার দাস ৩৭ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৩ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। তবে ওপিসি-র নবারুণ চক্রবর্তীর ৩৩ রান এবং শ্যাম শাকিল গনের ২৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে ব্লাড মাউথের অমিত আলী ৩০ রানে তিনটি এবং সন্দীপ সরকার দুইটি উইকেট পেয়েছিল। ওপিসি-র অর্কজিৎ রায় পেয়েছে দুটি উইকেট।

বড় ব্যবধানে মৌচাককে হারিয়ে জয়ে ফিরলো সংহতি ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত আরুষ সাভারওয়াল, শ্রীদাম পাল এবং তন্ময় ঘোষ। ওই ত্রয়ীর দাপটে বড় ব্যবধানে জয় পেলো মুখ সংহতি ক্লাব। ১৪৮ রানের পরাজিত করলো মৌচাক ক্লাবকে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে সংহতি ক্লাব নির্ধারিত ওভারে সবাইকে হারিয়ে ২৮৭ রান করে।

দলের পক্ষে আরুষ ২৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও ১১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৯, তন্ময় ঘোষ ৪২ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৯ এবং শ্রীদাম পাল ৩২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি এবং আটটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৭৫ রান করেন।

জবাবে খেলতে নেমে বিশাল রানের নিচে চাপা পড়ে যায় মৌচাক ক্লাব। দল ১৩৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে হেমন্ত বিগনেস ৪৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১ রান অপরাজিত থেকে যান।

পরিবার নিয়ে বোর্ডের ফতোয়াকে তুলোধোনা কোহলির

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কোনও ক্রিকেটারই বিমর্ষ হয়ে একা একা বসে থাকতে চায় না। প্রত্যেকেই দিনের শেষে পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন চায়। ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যদের বিদেশ সফরে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যে ফতোয়া ভারতীয় বোর্ড দিয়েছে, এবার সেটার বিরুদ্ধে সরাসরিই মুখ খুললেন বিরাট কোহলি। সাফ বুঝিয়ে দিলেন, পরিবারের সদস্যদের বিদেশ সফরে নিয়ে যাওয়া নিয়ে বিসিসিআই যে নির্দেশিকা দিয়েছে তাতে তিনি হতাশ।

নিন্দুকেরা বলেন, ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলির আমলে যে আমূল বদলগুলি হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যদের হোটেল রুম এবং ড্রেসিংরুমে অবাধ আনাগোনা। এমন নয় যে কোহলির আগে ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যরা টিম হোটেলে যেতেন না। কিন্তু বিরাটের আমলে সেটা চরম আকার ধারন করে। পরবর্তী কালে রোহিতও সেই সংস্কৃতি চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভারতের ব্যর্থতার পর ছবিটা বদলে গিয়েছে। বোর্ডের একাংশ টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার জন্য পরিবারের সদস্যদের আনাগোনাকেও দায়ী করেছেন। বোর্ডের ধারণা, পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ক্রিকেটারদের মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। সম্ভবত সেকারণেই বোর্ডের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, বিদেশ সফরে আর পূর্ণ সময়ের জন্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রাখতে পারবেন না ক্রিকেটাররা। ৪৫ দিনের সফরে সর্বাধিক ১৪ দিন পরিবারকে সঙ্গে রাখা যাবে। তার চেয়ে কম দিনের সফর হলে সেটা এক সপ্তাহ।

বোর্ডের এই নির্দেশনামার সঙ্গে একেবারেই একমত নন বিরাট। তিনি বলছেন, "আমার মনে হয় ওরা বুঝতেই পারছে না পরিবারের উপস্থিতি আমাদের জন্য কতটা জরুরি। পুরো ব্যাপারটাই আমি ভীষণ হতাশ। মনে হয়, যাঁরা এই বিষয়গুলোর সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয়, তাঁদের পরামর্শ শোনা হয়েছে। হয়তো তাঁদেরই মনে হয়েছে পরিবারের সদস্যদের জন্য এই খারাপ ফর্ম।" বিরাট বলছেন, "দিনের শেষে ঘরে ফিরে পরিবারের কাউকে পাওয়াটা স্বাভাবিক থাকার জন্য কতটা জরুরি, সেটা হয়তো বোঝানো যাবে না।"

কোহলির মতে, "প্রতিদিন তোমার জীবনে কঠিন কিছু ঘটে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবার পাশে থাকলে স্বাভাবিক থাকা যায়। স্বাভাবিক থাকলে তবেই তো দায়িত্ব পালন করা যাবে। আমি অন্তত আমার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কোনও সুযোগ ছাড়তে চাই না।" বিরাট সাফ বলছেন, "কেউ একা একা বিমর্ষ হয়ে থাকতে চায় না।"

ফাইনালে ফের হার দিল্লির

: ফাইনালে ফের স্বপ্নভগ্ন দিল্লি কাপিটালসের। শনিবার ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে রোমহর্ষক ফাইনালে দিল্লিকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ঢঞ্চজ্র অর্থাৎ মহিলা প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হরমনপ্রীতরা ফাইনালে জিতলেন ৮ রানে।

এদিন ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। প্রথমে বাট করতে নেমে শুরুটা বিশ্রী হলেও অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের অনবদ্য অর্ধশতরানে ভর করে দিল্লির সামনে ১৫০ রানের লক্ষ্যমাত্রা দেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হরমনপ্রীত ৪৪ বলে ৬৬ রান করেন। পাশাপাশি ভালো ইনিংস খেলেন মুম্বইয়ের ইংলিশ তারকা নাতালি স্কিভার ব্রান্ট। তিনি করেন ২৮ বলে ৩০ রান। দিল্লির হয়ে অনবদ্য বোলিং করেন মারিজান কাপ। চার ওভারে মাত্র ১১ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন তিনি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা বিশ্রী হয় দিল্লিরও। দ্রুত ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যান মেগ ল্যানিংরা। তিন উইকেটের পতনের পর পালটা লড়াই শুরু করেন জেমাইমা রদ্রিগেজ এবং মারিজান কাপ। জেমাইমা ২১ বলে ৩০ রান করেন। কাপ ২৬ বলে ৪০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেও দলকে জেতাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত দিল্লির ইনিংস শেষ হল ১৪১ রানে। স্নায়ুর চাপ সামলে আরও একবার ঢঞ্চজ্র খেতাব জিতলেন হরমানপ্রীত কৌররা।

আশঙ্কার কথা বরুণের মুখে

: এই মুহূর্তে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে তিনি। টি-২০ এবং ওয়ানডে দুই ফরম্যাটেই দাপিয়ে খেলছেন। তা সত্ত্বেও আক্ষেপ যাচ্ছে না বরুণ চক্রবর্তীর। ভারতীয় দলের রহস্য স্পিনার মেনে নিচ্ছেন, দেশের হয়ে টেস্ট খেলার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। কিন্তু সে ইচ্ছা হয়তো কোনওদিনই পূরণ হবে।

বরুণ চক্রবর্তী এক সাক্ষাৎকারে বলছেন, "আমার টেস্ট খেলার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমার বোলিংয়ের ধরন টেস্টের মতো নয়। তাই হয়তো কোনও দিন ভারতের হয়ে টেস্ট খেলতে পারব না।" কেন টেস্ট খেলতে পারবেন না? বরুণ নিজের সীমাবদ্ধতা জানেন। তিনি বলছেন, "আমার বলের ধরন ঠিক টেস্ট ফরম্যাটের উপযুক্ত নয়। আমার বল অনেকটা মিডিয়াম পেসের মতো। টেস্ট ক্রিকেটে টানা ২০-৩০ ওভার বল করতে হয়। সেটা আমার নেই। আমি জোরে বল করি। তাই সর্বোচ্চ ১০-১৫ ওভার বল করতে পারি।"

এই মুহূর্তে টি-২০ এবং ওয়ানডে-তে দারুণ ছন্দে বরুণ। সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে অনবদ্য পারফর্ম করেছেন। দেশকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতাতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। মাত্র ৩ ম্যাচে নিয়েছেন ৯ উইকেট।

দানের মধ্য দিয়েই রক্তের চাহিদা পূরণ সম্ভব ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। 'দানের সেরা রক্তদান, রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচান' - এই স্লোগানকে সামনে রেখে রবিবার কুঞ্জবন সেবক সংঘে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেট হীরালাল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। রবিবার রাজধানীর কুঞ্জবন সেবক সংঘে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন রক্ত এমন এক দান যে দান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা দান করে। রক্তদানের মত মহৎ দান আর কিছুই হতে পারে না। জাত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ রক্তদানে এগিয়ে এসে রক্তদানকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছেন। এখনো কিছু কিছু মানুষের মধ্যে রক্তদান নিয়ে ভীতি বিরাজ করছে। এই ভীতি কাটিয়ে উঠে সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী। প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী বলেন বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হলেও বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত রক্তের বিকল্প কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। একমাত্র রক্ত দানের মধ্য দিয়েই মানুষ রক্তের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

তেলিয়ামুড়ায় বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ মার্চ।। বসন্ত উৎসব মানে হোলির উৎসব। আর এই উৎসবকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে তেলিয়ামুড়া সামাজিক সংস্থার টিম অরনি উদ্যোগ বসন্ত উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় হাতাইকতর তথা বড়মুড়া ইকোপার্ক প্রাঙ্গণে। রবিবার এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

এছাড়াও এই দিনের বসন্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন নির্মল সূত্রধর সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দরা। এই বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি সাহিত্যিক সহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতির মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদাই পালিত হয় সামাজিক সংস্থা টিম অরনি আয়োজিত বসন্ত উৎসব।

আগামী দিন রাজ্যভিত্তিক বড়স্তরে বসন্ত উৎসবটি পালন করার উৎসাহ প্রদান করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। তিনি আরো বলেন এই ধরনের উদ্যোগে প্রতিটি সামাজিক সংস্থা সাধারণ মানুষদের আনন্দ বিনোদন দিতে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। এদিনের এই বসন্ত উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি সাহিত্যিকরা নিজেদের মতামত কবিতার ভাষায় প্রকাশ করে। কবি সাহিত্যিকরা সমাজের অবক্ষয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরেন নিজেদের ভাষায়।

সোনামুড়ায় শশুরবাড়িতে মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ মার্চ।। সোনামুড়া থানা এলাকার রাঙ্গামাটিয়া ভোলামোড়ায় এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। শ্বশুরবাড়িতে মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে শ্বশুর, স্বামী ও শাশুড়ির হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে আব্দুল হামিদ নামের এক ব্যক্তির সাথে।

পাঁচ বছর আগে আব্দুল হামিদের মেয়ে ফারজানা আক্তারের সঙ্গে রাঙ্গামাটিয়া ভোলামোড়ার সাইফুল ইসলামের বিয়ে হয়। বিয়ের পর প্রথম তিন বছর তাদের সংসার সুখেই কাটছিল। তবে, গত দুই বছর ধরে সাইফুল অন্য মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো।

সম্প্রতি, একটি গ্লাস নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। অভিযোগ, সাইফুল তার স্ত্রীকে মারধর করে। এরপর, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সালিশি সভা বসে। সভায় আব্দুল হামিদও উপস্থিত ছিলেন। সালিশি সভায় সাইফুলকে অন্য মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। সালিশি সভা শেষ হওয়ার পর, সাইফুল তার স্ত্রীকে জানায় যে, সে অন্য মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে। এ কথা শুনে ফারজানা তার শ্বশুর লক হাবিল মিয়াকে বিষয়টি জানায়। তখন লক হাবিল মিয়া পুত্রবধূর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এরপর, ফারজানা তার বাবা আব্দুল হামিদকে খবর দেন। আব্দুল হামিদ মেয়েকে বাঁচাতে গেলে, শ্বশুর, স্বামী, দেবর ও শাশুড়ি মিলে তাকে মারধর করে। এমনকি, তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধেও মারধর করা হয়। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের সহায়তায় ফারজানা ও তার বাবা থানায় গিয়ে শ্বশুর, স্বামী, দেবর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্তদের বাড়িতে গেলেও, তারা পালিয়ে যায়। ফারজানা ন্যায়বিচার ও অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শহীদ স্মরণে সমাবেশকে কেন্দ্র করে নগরাইপাড়ায় যোগদান সভা

বিজেপিতে যোগ দিলেন ১৫ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ১৬ মার্চ।। আগামী ২০শে মার্চ শহীদ স্মরণে সমাবেশকে কেন্দ্র করে আজ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এডিসি ভিলেজের নগরাইপাড়ায় এক রাজনৈতিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল, জনজাতি মণ্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সভা শেষে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে ১৫ পরিবারের ৪৫ জন জনজাতি ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। বিজেপি নেতৃত্বরা তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপি পরিবারে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, 'বিজেপি সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। একসময় যারা ভ্রান্ত ধারণায় অন্য দলে ছিলেন, তারাও আজ উপলব্ধি করছেন যে, উন্নয়ন ও সুশাসনের বিকল্প নেই।' এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্বরা জানান, বর্তমানে রাজ্যে বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা বেড়েছে। বিশেষ করে জনজাতি সমাজের মধ্যে উন্নয়নমুখী প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়ার কারণে অনেকে বিজেপিতে সামিল হচ্ছেন। উল্লেখ্য, আগামী ২০শে মার্চ শহীদ স্মরণে আয়োজিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিজেপির সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, সমাবেশে বিশাল জনসমাগম হবে এবং দলের শক্তি আরও সুদৃঢ় হবে।

বাড়ির মালিকসহ ভাড়াটিয়ার ঘরে দুঃসাহসিক চুরি নগদ টাকা সহ স্বর্ণালংকার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। একে একে দুটি ঘর তছনছ করে চুরি করলো চোরের দল। ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে।

বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, মালিক মৃত বিধুভূষণ ভূমিকের স্ত্রী ও ভাড়াটিয়ার পরিবার শুক্রবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রবিবার সকালে ফিরে এসে তারা দেখেন বাড়ির গেইটে তালা লাগানো এবং ঘরের তালা ভেঙে দুটি ঘরেই আসবাবপত্র তছনছ করা হয়েছে। নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল।

এলাকার বাসিন্দারা চুরির ঘটনাটি জানাজানি হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা চুরির মামলাটি হাতে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এলাকার মানুষজন এখন উদ্বিগ্ন, এবং পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে দ্রুত অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার করা হবে।

গোমতী জেলায় দূরবর্তী গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতার জন্য এল ই ডি ভ্যান চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ মার্চ।। গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গোমতী জেলায় এল ই ডি ভ্যান চালু করা হয়েছে।গোমতি জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা তরিৎ কান্তি চাকমা শুক্রবার এল ই ডি ভ্যানের সূচনা করেন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে গোমতী জেলা প্রশাসন এবং গোমতী জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ভ্যানটি জেলার ৮টি ব্লকের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ও আগামী নয় দিন ধরে ঘুরে ঘুরে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করবে।। জেলা শাসক শ্রী চাকমা বলেন, 'এই এল ই ডি ভ্যানটি কেবল একটি যানবাহন নয়; স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের একটি মোবাইল প্ল্যাটফর্ম। আমরা কমপক্ষে ২০টি স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। যার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা ঘোষিত টিবি মুক্ত ভারতও অন্তর্ভুক্ত করেছি। আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন এবং তথ্যপূর্ণ সেশনের মাধ্যমে, এটি ঘোড়াকাপ্পা এবং কাপতলীর মতো প্রত্যন্ত কোণে পৌঁছাবে,' পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্সে থেকে সূচনা করার সময় তিনি আরও বলেন যে আমরা ইতিমধ্যেই পুলিশ, মহকুমা, ব্লক প্রশাসন এবং অন্যান্য বিভাগকে এটি সফল করার জন্য তাদের সমর্থন পর্যবেক্ষণ ও প্রসারিত করার জন্য জানিয়েছি। ত্রিপুরার অন্যান্য অংশের সঙ্গে আমাদের জেলাতেও অসংক্রামক রোগের প্রবণতা বাড়ছে। সেই নিরিখে খাদ্য নিরাপত্তা যা নাকি হৃদরোগ, ক্যান্সার, স্ট্রোক, কিডনি রোগ এবং লিভার রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে জরুরি উদ্বেগের মধ্যে একটি হল রাজ্যের মানুষ বেশি পরিমাণে লবণ গ্রহণ করেন, যা প্রতিদিন গড়ে ১৩.১৪ গ্রামের বেশি, যা দেশের সর্বোচ্চ। এরমধ্যে পাত লবণ একটি বদ অভ্যাস তো রয়েছেই, যা হৃদরোগের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। এল ই ডি ভ্যান সক্রিয়ভাবে লবণ কমানোর কৌশল প্রচার করবে, যার লক্ষ্য এই প্রবণতা রোধ করা। মানসিক স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রচার এবং ক্ষতিকারক কুসংস্কার দূর করার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রচারণাকে কেন্দ্রবিন্দু রাখা হয়েছে। ভ্যানটি মা, শিশু এবং তাদের পরিবারের জন্য অল্প বয়সে বিয়ে এবং কিশোরী গর্ভধারণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে, পাশাপাশি উপলব্ধ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সুবিধাগুলিও জানাবে। ভ্যানটি ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার মতো ভেক্টররিয়া-বাহিত রোগ প্রতিরোধ ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সম্পর্কেও সচেতনতা তৈরি করবে এবং 'টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত' উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। গোমতী জেলা ৮৬টি গ্রাম টিবি মুক্ত করা হলেও আরও অনেক গুলি গ্রাম পঞ্চায়েতকে টিবি মুক্ত করতে হবে। উপজাতি এলাকায় টিকাদানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং তামাক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলি তুলে ধরবে।এল ই ডি ভ্যানটি আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনা এবং বয়ঃ বন্দনা যোজনার মতো সরকারি প্রকল্পগুলি প্রচারের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবেও কাজ করবে এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে আভা কার্ড সম্পর্কেও জানাবে, যাতে নাগরিকরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সেগুলি পেতে পারে। এই উদ্যোগটি গোমতী জেলার স্বাস্থ্য ও সামাজিক দৃশ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকর এবং আরও সচেতন জীবনের পথ প্রশস্ত করে। এলইডি ভ্যান চালু করার সময় জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অর্জুন সাহা, জেলা টিবি আধিকারিক, ডঃ শৌমিক চক্রবর্তী এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার রণময় দেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারণার সময় তথ্যপূর্ণ লিফলেট বিতরণ করা হবে, যা ভ্যানের এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে দেওয়া মূল বার্তাগুলিকে শক্তিশালী করবে।

গাঁজা পাচার করতে গিয়ে আটক এক যুবক

উদয়পুর, ১৬ মার্চ।। রাজ্যে গাঁজা পাচারের ঘটনা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে পুলিশের তৎপরতার কারণে কিছু পাচারকারী আটক হচ্ছে। রবিবার উদয়পুর রেলস্টেশনে এক যুবক গাঁজা পাচারের সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকটি সাব্রুম থেকে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে করে ছয় কেজি শুকনো গাঁজা নিয়ে আগরতলা যাচ্ছিলেন।

গোপন খবর পেয়ে উদয়পুর রেলস্টেশন পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে যুবকটি আটক করে। তার নাম অমিত দেবরায়(২৮), এবং তার বাড়ি আগরতলা আমতলীতে। পুলিশ তাকে গাঁজা সহ আটক করেছে।

পুলিশ আরও জানায়, আটক অমিত এইচ ডি এফ সি লাইফ পলিসি কোম্পানিতে কাজ করেন। পুলিশ এখন তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এখন দেখার বিষয়, পুলিশ আটক অমিতের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং গাঁজা পাচারের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

তিনজন বাংলাদেশী নাগরিকসহ এক গাড়ি ও চালক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ মার্চ।। তিনজন বাংলাদেশী নাগরিকসহ একটি গাড়ি ও গাড়ির চালককে আটক করেছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিলোনিয়া থানার পুলিশ মনুরমুখ নাকা চেকিং পয়েন্টে চেক করতে গিয়ে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক সহ টিআর০৮- এ - ০৩২৬ নম্বরের ইকো গাড়ি ও তার মালিক আশিস মজুমদারকে গ্রেফতার করে বিলোনিয়া থানায় নিয়ে আসে। ঘটনায় আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকরা হল অন্তরা শেখ, নাজমা আলম গিরি এবং রুপা সর্দার। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের যশোর এবং খুলনা এলাকায়।

তারা জানায় তিন চার বছর আগে তারা পশ্চিমবঙ্গের সাতক্ষীরা এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে আমেদাবাদ চলে যায়। সেখানে দীর্ঘদিন কাজ করে তারা নিজ বাড়ি বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য গতকাল বিমানে করে ত্রিপুরায় আসে এবং আগরতলা বিমানবন্দর থেকে এই গাড়ি করে তারা ঋষ্যমুখের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় আটক হয় পুলিশের হাতে। তাদের কাছে বৈধ কোন কাগজ পত্র নেই। আঁধার কার্ড থাকলেও সেইটা ছিল অবৈধ বা জাল।

এই ঋষ্যমুখের কাঁটাতারের সীমান্ত দিয়ে অহরহ চলছে মানব পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য। বিলোনিয়া থানার পুলিশ এই বিষয়ে একটি স্বতপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করে। মামলার নাম্বার হল ১৭/২০২৫, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২), ১৪৩(৩), ২৪৯(সি), ৩৩৬(৩),৩৪২ও৩ অফ আইপিপি অ্যাক্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদেরকে বিলোনিয়া আদালতে প্রেরণ করা হয়। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে যতই নজরদারি থাকুক এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকুক না কেন অনুপ্রবেশ কিন্তু কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না। প্রতিনিয়তই সীমান্ত দিয়ে এপার ওপার করছে মানুষ। এনআইএ যতই কঠোর ব্যবস্থা নিক না কেন আদম বেপারীরা কিন্তু সক্রিয় রয়েছে সীমান্তে। আর তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে বাংলাদেশী নাগরিক আটকের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হল দেশের গোয়েন্দা বিভাগ থাকতে কি করে বাংলাদেশী নাগরিকরা দেশের বিভিন্ন শহরে এখনো রয়েছে অবৈধভাবে এবং অবৈধ পথ অনুসরণ করে বিমানে পাড়ি দিচ্ছে।

জনজাতি এলাকার সংগঠনিক বৈঠকে সিপিআইএম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ মার্চ।। বিগত সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জনজাতি এলাকাগুলিতে বসবাসকারী মানুষজনদের নিয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলেছে সিপিআইএম। সিপিআইএম কংগ্রেসকে একই মাপ যন্ত্রে তুলে হুংকার দিলেন মতবিনিময় স্বদলীয় ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এই সাংগঠনিক উঠোন ও মতবিনিময় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মানিক বাজার তুই থামপুই ও রুপা ছড়া এলাকায়।

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের কংগ্রেসের এক সভায় বলা "ত্রিপুরাতে তেরে আসছে ভূমিকম্প' এ কথাটির তীব্র সমালোচনা করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি বলেন, ২০২৬ সালে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে সিপিআইএম ও কংগ্রেস ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে ভূমিকম্প আসবে ত্রিপুরাতে।

তিনি আরো বলেন, ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জাতি উপজাতি সাধারণ মানুষদের জন্য সিপিআইএম কংগ্রেস কিছুই করেনি। যা হয়েছে তা সিপিআইএম কংগ্রেসের পরিবারদের হয়েছে। এই দিনের এই মতবিনিময় সাংগঠনিক সভাতে কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপিকে শক্তিশালী করার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই মত বিনিময় সভায় এলাকার বিভিন্ন সমস্যা গুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক সাক্ষাৎকারে জানান, সি পি আই এম সাধারণ জনগণদের নিয়ে শুধু রাজনৈতিক করেছে। সরকারি যেকোন জিনিস পেতে গেলে মিছিল মিটিং না গেলে কোন কিছুই পাওয়া যেত না। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা অনায়াসে পেয়ে থাকে সুবিধা ভোগী সাধারণ মানুষেরা। আগামী দিন বিশেষ করে মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

জাগ্রত কালী মন্দিরে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। গকুলনগর পন্ডিত চৌমুহনি এলাকার জাগ্রত কালী মন্দিরে শনিবার গভীর রাতে চোরের হানা। গত কিছুদিন ধরে গকুলনগর এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় এলাকাবাসী আতঙ্কিত। সম্প্রতি, এই এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনার পর রবিবার সকালে কালী মন্দিরে চুরির ঘটনা সামনে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিশি কুটুম্বের একটি দল গভীর রাতে মন্দিরের তালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং প্রণামি বাক্সটি চুরি করে। মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিষয়টি নজরে আসার পর এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে, তবে এখন পর্যন্ত চুরির সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না: এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। বেকারত্বের দিক দিয়ে ত্রিপুরা দেশের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান সরকার বিশেষ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে এনএসইউআই।

রাজ্যে বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেকারত্ব দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বদলে নিজের ইমেজ বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বলে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই - এর তরফ থেকে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে।

এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি স্বরূপ কুমার সেন রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী ১৪০ জন মেধাবী মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রীকে স্কুটি প্রদানের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার তীব্র সমালোচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে তড়িঘড়ি তিনি কলেজ পড়ুয়া ১৪০ জন ছাত্রীকে কোটি প্রদান করে কলঙ্ক খোঁচানোর প্রয়াস নিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এনএসইউআই সভাপতি বলেন বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এভাবে স্কুটি প্রদান করে নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। অবিলম্বে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ সহ শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছে এনএসইউআই।

ভারতীয় মজদুর সংঘ গোমতী জেলার উদ্যোগে সমাজের বিশেষ মহিলাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় মজদুর সংঘ গোমতী জেলার উদ্যোগে বিএমএস গোমতী জেলার অন্তর্গত সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলা কার্যকর্তাদের নিয়ে এক গুরত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের দুই নং কনফারেন্স হলে।

এই অনুষ্ঠানে সমাজের কিছু সংখ্যক মাতৃশক্তিকে অসামান্য অবদানের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজযোগীনি রাখী বেহেন জি, আলোর দিশারী চিলড্রেন হোম এর সভানেত্রী মামনি সন্যাসিনী, ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগ অখিল ভারতীয় বিএমএস কার্য সমিতির সদস্যা তথা বিএমএস ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা প্রমুখের দায়িত্বে থাকা রুমা সাহা, বিএমএস ত্রিপুরা প্রদেশ সদস্যা তথা ত্রিপুরা গৃহপরিচরিকা সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদিকার দায়িত্বে থাকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মহাকুম্ভের সঙ্গম থেকে আনা জল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আগরতলা আনন্দময়ী কালীবাড়িতে বিশেষ পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে মহাকুম্ভ গঙ্গা যমুনা-সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থল থেকে আনা জল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হলো।

১৪৪ বছর পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। আর সেখান থেকে পবিত্র গঙ্গা যমুনা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas